ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 January, 2021 ■ আগরতলা, ২৩ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৯ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দুই গোষ্ঠীর 'উত্তপ্ত' আলোচনা, কংগ্রেসের নতুন সভাপতি জুনে

নয়াদিল্লী, ২২ জানুয়ারি।। পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের পর কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হবেন। কংগ্রেসের দলীয় আলোচনায় শুক্রবার এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে বিবদমান দুই গোষ্ঠীর 'উত্তপ্ত' আলোচনার পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে বলতে শোনা যায়, 'সবার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। এ বার দ্রুত এই সমস্যা মেটান এবং এগিয়ে চলুন।'

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২১ সালের জুন মাসে নতুন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবেন। কেসি বেণুগোপাল দলের এই সিদ্ধান্ত বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ, আনন্দ শর্মা, মুকুল ওয়াসনিক ও পি চিদম্বরমের মতো নেতারা দ্রুত সভাপতি নির্বাচিত করার কথা বলেছেন। সাম্প্রতিক কালে একাধিক রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেসের খারাপ ফল হওয়ার কারণে অনেক শীর্ষ স্থানীয় নেতা নেতৃত্বে বদল আনার কথা বারবার বলেছেন। শুক্রবার যেন কিছুটা সেই সুরেই দ্রুত নির্বাচনের প্রসঙ্গ ওঠে।

অন্য দিকে, গান্ধীপন্থী কংগ্রেস নেতা, অশোক গহলৌত, অমরিন্দর সিংহ, একে অ্যান্টনি, তারিক আনোয়াররা বলেছেন, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পরেই কংগ্রেসের দলীয় নির্বাচন করা উচিত। সংবাদ সংস্থার দাবি, নেতাদের মধ্যে আলোচনায় একজনকে বলতে শোনা গিয়েছে, "বিজেপি এ ভাবে নিজেদের দলের নির্বাচন নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করে না।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য এখন হওয়া উচিত ৫ রাজ্যে নির্বাচনে লড়াই করা।" শেষ পর্যন্ত অপর পক্ষ এই দাবি মেনে নেয়। দ্রুত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত নেবে, তারপর চূড়ান্ত মত দেবেন সনিয়া গান্ধী। ১৯৯৭ সালে শেষবার কংগ্রেসের ওয়ার্কি কমিটির নির্বাচন হয়।

সারা দেশে বিজেপির একাধিপত্য, পর পর নির্বাচনে কংগ্রেসের চরম ব্যর্থতা কংগ্রেসের ভিতরে গান্ধী পরিবারের নেতৃত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। অনেকে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি। যদিও, কোনও মতে সেই দ্বন্দ্ব চাপা দিয়ে কাজ চালাচ্ছে দল। নির্বাচন হলেও সবপক্ষের শান্তি দলের অন্দরে ফিরতে পারে, এমনই মনে করছেন অনেকে। উল্লেখ্য, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ব্যর্থতার সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এরপর থেকে দলের অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সোনিয়া গান্ধী।

বাইক-অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জানুয়ারি।। শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ বিশালগড় থেকে রাঙ্গাপানি যাওয়ার পথে একটি বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাইকের নম্বর টিআর ০১ই ৯৬৩৫। বাইক আরোহী বিমল দেববর্মা (৩৫) এবং সুনু দেব্বর্মা (২০) বাইকের পেছনে ছিলেন।

অন্যদিকে বাইকটি বাক নিতে গিয়ে একটি অটো ট্রাক টিআর ০৭ এ ১৮০৪ বাইকটির পেছনে এসে সজোরে ধাক্কা মারে।এই সংঘর্ষের জেরে বাইক আরোহী এবং পেছনে বসা দুজনে ছিটকে পড়ে যায় রাস্তায়। গুরুতর জখম দুজনই প্রায় আধ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকে।

পরবর্তী সময়ে পথচারীদের পক্ষ থেকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর দেওয়া হয়। দফতরের কর্মীরা ছুটে এসে তাদেরকে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এর মধ্যে বিমল দেব্বর্মার অবস্থা গুরুতর এবং আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক এবং অটো ট্রাকটিকে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে।

বিভিন্ন দাবীতে সমাজ শিক্ষা দপ্তর অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারী ।। অঙ্গনওয়াড়ি ও মিড ডে মিল কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার। এরই প্রতিবাদে সিআইটিইউ ভুক্ত প্রকল্প কর্মীরা শুক্রবার আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেন। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

মিছিল শেষে এক প্রতিনিধি দল সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এবং মিড ডে মিল পরিচালনের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পৃথক পৃথকভাবে দাবি সনদ সম্বলিত স্মারকলিপি ও ডেপুটেশান প্রদান করেন। ডেপুটেশান প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সভানেত্রী অনিতা দত্ত রায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্প কর্মীদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে।

পরবর্তী বাজেটে এই খাতে বাজেট বৃদ্ধির জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন। যাদের সামাজিক ভাতা কেটে নেওয়া হয়েছে তাদেরকে ভাতা ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, বতমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতি মাসে ভাতা ২০০০ টাকা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত শেষ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। অবিলম্বে সামাজিক ভাতা বৃদ্ধির জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ দিন পর নিখোঁজ ইমামের মৃতদেহ উদ্ধার ধলাই নদীতে

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.)।। ধলাই নদী থেকে নিখোঁজ ইমামের মৃতদেহ উদ্ধার হল । গত সোমবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। স্থানীয় জনগণ ধলাই যদি-তে আজ তাঁর ভাসমান মৃতদেহ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয় জনগণের দেওয়া তথ্যে জানা গিয়েছে, টানা পাঁচ দিন নিখোঁজ থাকার পর ধলাই জেলার কমলপুর দুই নম্বর কলাছড়ির মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা ইমাম আব্দুল বারীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দক্ষিণ মেথির মিয়ায় ধলাই নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। স্থানীয় লোকজন মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে কমলপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কমলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ এবং কমলপুর থানার ওসি সঞ্জীব দেববর্মা। তাঁদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেন। মৃতদেহ শনাক্ত করা হয় সেখানেই, জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। খবর পাঠানো হয় ফরেনসিক টিমকেও। ফরেন্সিক টিমের কর্মকর্তারা ছুটে এসে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে ইমাম আব্দুল বারীরকে হত্যা করে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আব্দুল বারীর নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁকে উদ্ধারের জন্য পুলিশের তৎপরতা গত চারদিন ধরে অব্যাহত ছিল। তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য ডগ স্কোয়াড কাজে লাগানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পাঁচ দিনের মাথায় ধলাই নদী থেকে তাঁর ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাটি একটি হত্যাকান্ড বলে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় জনগণ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। পুলিশ অবশ্য মৃতদেহটি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। সঠিক তদন্ত হলে এই ঘটনার আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হবে বলে স্থানীয় জনগণ মনে করেন।

পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শহর আগরতলায় বাড়ছে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের নেতাজি চৌমুহনী এলাকায় গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল নেতাজির চৌমুহনী এলাকার একটি বৈদ্যুতিক সামগ্রী বিক্রয়ের দোকানে হানা দিয়ে নগদ আড়াই লক্ষাধিক টাকা সহ প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় লোকজন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ঘটনা দেখে দোকানের মালিকের খবর দেন।

খবর পেয়ে দোকানের মালিক ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। জানা গেছে বৈদ্যুতিন সামগ্রী বিক্রির দোকানের টিনের ছাউনি কেটে চোরেরা ভেতরে ঢুকে এই চুরি কান্ড সংগঠিত করেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত যদি যাওয়া

মালপত্র এবং নগদ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘিরে ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও নানা মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশি টহল এর দুর্বলতার সুযোগে কাজে লাগিয়ে চোরেরা এ ধরনের চুরির ঘটনা সংঘটিত করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ, অগ্নিদগ্ধ সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জানুয়ারি।। গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে দুধ গরম করতে গিয়ে সিলিন্ডার লিকেজের ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৭২ বছর বয়সী ব্যক্তি। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১০:০০ টা থেকে ১০:৩০ এর মধ্যে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুরাতন হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তথা তেলিয়ামুড়া বাজারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুজিত সাহা (৭২) অন্যান্য দিনের মতোই রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দুধ খাবার জন্য গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে দুধ গরম করার জন্য বসায়। কিন্তু , দুর্ভাগ্যবশত এই গ্যাস সিলিন্ডার টি হয়তোবা আগে থেকেই লিকেজ ছিল। সেই বিষয়টি লক্ষ্য না করে সুজিত সাহা (৭২) গ্যাস সিলিন্ডার জ্বালায় দুধ গরম করতে।

আর তখনি ঘটে বিপত্তি। সাথে সাথে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে যায় সুজিত সাহার হাত, মুখ, মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে। এতে করে সুজিত সাহার শরীরের বিভিন্ন জায়গা আগুনের লেলিহান শিখায় ঝলসে যায়। পুড়ে যায় শরীরের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ অংশ। ঘটনাটি পরিবারের সদস্য প্রত্যক্ষ করে সুজিত সাহা কে তড়িঘড়ি করে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুজিত সাহার চিকিৎসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিসিসি সভাপতির উপর হামলাকারী স্বদলীয় নেত জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাসের উপর প্রাণঘাতি আক্রমন এবং গাড়ি ভাঙচুর ঘটনায় আটক করা হয়ে ছিলো চারজনকে। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার আগরতলা বিমান বন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় প্রকৃত মাস্টার মাইন্ড জয়দুল হুসেনকে।তিনি কংগ্রেস দলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি পদে রয়েছেন।প্রসঙ্গত,গত ১৭ জানুয়ারি সকাল বেলা বিশালগড়ে দুষ্কৃতিকারী দ্বারা আক্রান্ত হয় পিসিসি সভাপতি পিযূষ কান্তি বিশ্বাস।

তিনি নাম ধাম দিয়ে শতাধিক ব্যাক্তির নামে বিশালগড় থানায় মামলা করেন।তবে গত ১৯ তারিখ তিনজনকে বিশালগড় থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর বৃহস্পতিবার সকালে বহিঃরাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার সময় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ অপর একজন অভিযুক্ত মাস্টার মাইন্ড জয়দুল হুসেনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। এয়ারপোর্ট থানা থেকে বিকালে তাকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়। কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জয়দুল হুসেনকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঞ্চল্যকর শাহজাহান হত্যা মামলায় চার জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.)।। ২০১৩ সালে ত্রিপুরায় জয়পুরে চাঞ্চল্যকর শাহজাহান মিয়া হত্যাকাণ্ডে আজ চারজনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছে আদালত। আদালতের রায়ে শাহজাহানের পরিবার সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে, আসামি পক্ষ তাঁদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শাহজাহানের মা মায়া রাণী বিবি।

এই মামলা সম্পর্কে এপিপি অরিন্দম দেব বলেন, ২০১৩ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর জয়পুরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ শুধু মাত্র চার কেজি চালের জন্য শাহজাহান মিয়া-কে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। তাঁর কথায়, শাহজাহান মিড দে-মিল পরিচালনা করতেন। তার কাছে ৭ কেজি চাল চেয়েছিল জরিনা বেগম। কিন্তু, অনুমতি ছাড়া তিন কেজির বেশি চাল দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন শাহজাহান। তাতেই তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।

অরবিন্দবাবু বলেন, ওই খুনের মামলায় পুলিশ তদন্ত করে ১৩ জন-কে গ্রেফতার করে আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিল। ২০১৫ সালে ওই মামলা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে স্থানান্তর হয়। ২০১৬ সালের ৭ জানুয়ারি ওই মামলায় চার্জ গঠন হয়েছিল। তাঁর দাবি, মামলা পরিচালনায় কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। কারণ, শাহজাহানের ময়না তদন্ত হয়েছিল কলকাতায়। ফলে, চিকিৎসকের হাজিরায় কিছুটা সময় লেগেছে। তাছাড়া, করোনা-র প্রকোপের কারণে শুনানি অনেকটাই পিছিয়েছে।

এদিন তিনি জানান, ওই হত্যা মামলায় আদালতে ১৮ জন সাক্ষী-কে হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু, আসামির পক্ষে কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি বলেন, ওই মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের পর উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে আদালত ১৩ জনের মধ্যে ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। জরিনা বেগম, রফিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেতাজী জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে ঠাঁসা কর্মসূচি

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.)।। সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামীকাল নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। আগামীকাল আগরতলায় নেতাজী জন্মজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের মাঠে। সকাল সাড়ে ৮টায় এখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এছাড়া দিনভর নানা কর্মসূচি রয়েছে। অন্যদিকে, এবছর সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামী ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হবে।প্রজাতন্ত্র দিবসে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগরতলার আসাম রাইফেলস ময়দানে।

সারা দেশের সঙ্গে এবছর সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হবে নেতাজী জন্মজয়ন্তী। আগামীকাল আগরতলায় নেতাজী জন্মজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের মাঠে। সকাল সাড়ে ৮টায় এখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় ত্রিপুরা হর্টিকালচার সোসাইটির উদ্যোগে রবীন্দ্র কাননে হর্টিকালচার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ২৪ জানুয়ারি সকাল ১০টায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। বিকেল ৪টায় রবীন্দ্র কাননে অনুষ্ঠিত হবে বসে আঁকো এবং আলপনা প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা ৬টায় হেরিটেজ পার্কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি সকাল ১১টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

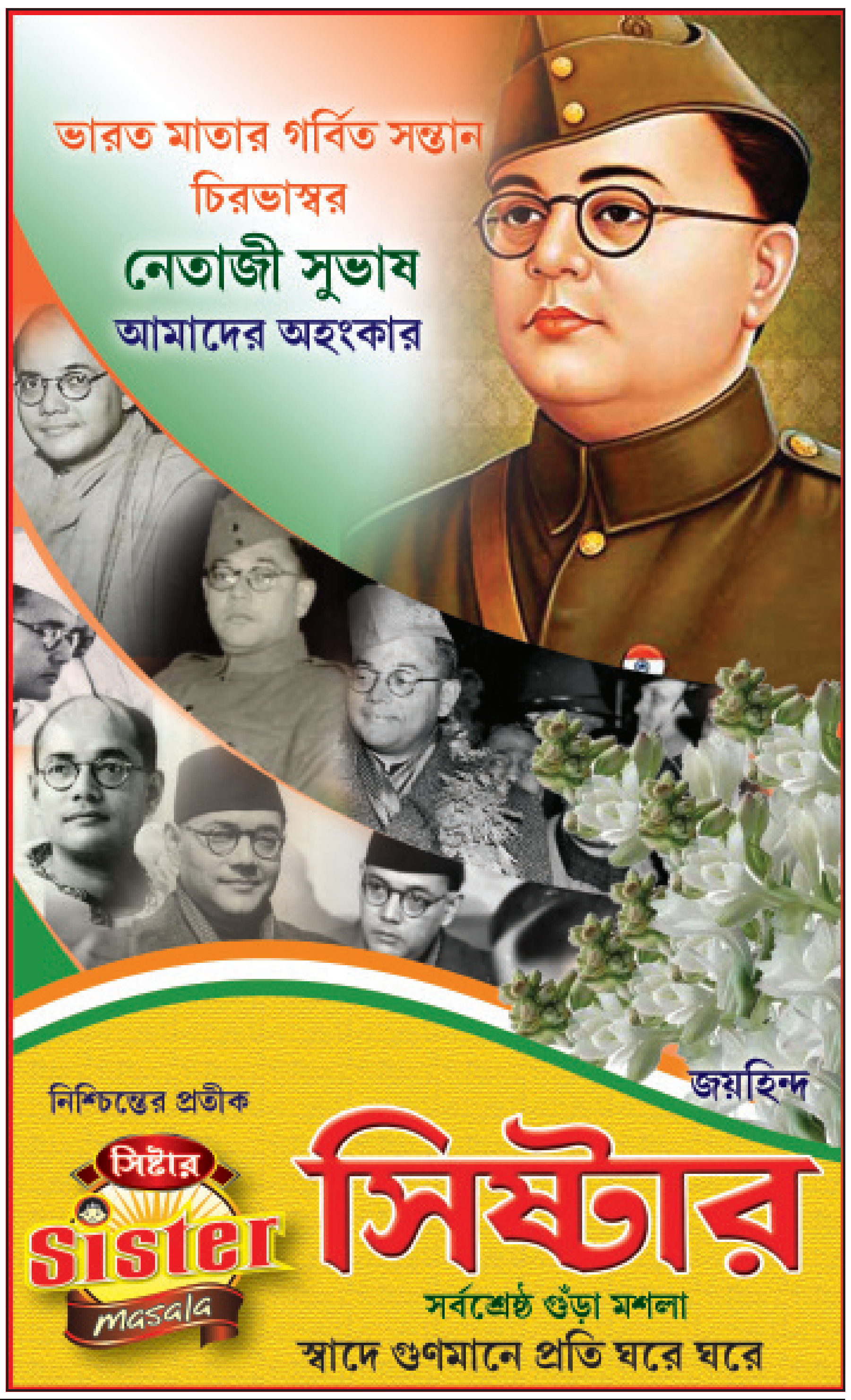

৯ দিন ধরে জলের সমস্যা, ক্ষোভে প্রতিবাদে পথ অবরোধ ৭৯ টিলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারী।। জিবি হাসাপাতালে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের আবাসিক এলাকায় ৭৯টিলায় গত ৯ দিন ধরে পর্যাপ্ত পরিমানে পানীয় জল নেই। তাতে আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা চরম সমস্যায় পড়েছেন। এই সব বিষয়ে জিবির মেডিকেল সুপারকে একাধিকবার জানানো সত্বেও সমস্যা সমাধান হয়নি।

এখানকার ট্যাঙ্কটি দীর্ঘদিন ধরেই জল সরবরাহের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই ট্যাঙ্কারে আবাসিক এলাকায় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমানে জল পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। সমস্যার কোনো সমাধান না হওয়ায় আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা খালি কলসি নিয়ে ৭৯ টিলায় পথ অবরোধ করেন।

অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দুপাশে প্রচুর যান বাহন আটকে পড়ে। তাতে দূর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন। দুই-এক দিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই তারা আপাতত পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্যা সমাধান না হলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

গুণগত শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার কাজ করছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারী।। ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষাকে পাথেয় করে আগামীদিনের জন্য প্রস্তুত করতে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আজ কমলপুরে কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে বলেন, মহান মনিষী স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে শিক্ষা।

রাজ্য সরকারও এই লক্ষ্যেই গুণগত শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। গুণগত শিক্ষার প্রসারে ইতিমধ্যেই ৩৪টি কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এন সি আর টি স্তরে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নীতকরণে ত্রিপুরা সারা দেশের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, শিক্ষার অগ্রগতি ছাড়া রাজ্য, দেশ তথা সমাজ এগিয়ে যেতে পারেনা।

তাই শিক্ষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাচৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস, বিশিষ্ট আইনজীবী শ্যামল কান্তি পাল, নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, ধলাই জেলা শিক্ষাআধিকারিক অর্জন শর্মা। স্বাগত বক্তব্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ১০৬ ■ ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ইং ■ ৯ মাঘ ■ শনিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নেতাজির আদর্শই হোক পথপ্রদর্শক

ইতিহাস সবাইকে মনে রাখে না। ইতিহাস ভারতীয় রাজনীতির যাঁহাদেরকে বিশেষভাবে মনে রাখিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য সম্রাট অশোক ও সম্রাট আকবর। তাহার প্রধান কারণ বোধহয়, এই দুই সম্রাট ন্যায়নীতিকেই সবার উপরে স্থান দিয়াছিলেন। গান্ধীজি যতদিন জীবিত ছিলেন, নেতাজির আদর্শে প্রভাবিত হইতো দেশবাসী, ততদিন ভারতের রাজনীতি সততায় ভরসা রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিত। রাজনীতিকরা বিশ্বাস করিতেন রাজা বা শাসকের চরিত্র হইবে নিষ্কলুষ, দেশ পরিচালিত হইবে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে। তবে, এই আদর্শ-পরিস্থিতি কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা নিয়ে সংশয় ছিল স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর। আশঙ্কা থেকেই কংগ্রেস নেতাদের সৎভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে খুব লাভ হয়নি। গান্ধীজির জীবদ্দশাতেই কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ ভ্রষ্টাচার আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। স্বাধীনতালাভের পর দেখা গেল দেশ দ্রুত গান্ধীজি, নেতাজির প্রভাবমুক্ত হইতে মরিয়া। তাহার জন্য পণ্ডিত নেহরুকেও কম বিব্রত হইতে হয়নি।সরকার, মন্ত্রিপদ ইত্যাদিকে এইভাবে উচ্চে তুলিয়া ধরিবার সংস্কৃতি দ্রুত ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল কংগ্রেস আমলেই। চিনি, ডুবো জাহাজ, কামান, কফিন, শেয়ার-বাজার, ব্যাঙ্ক, স্টেডিয়াম, কয়লা, স্পেকট্রাম, অ্যাডমিশন, নানা ধরনের চাকরি প্রভৃতি কত যে কেলেঙ্কারি পরবর্তীকালে হইয়াছে তাহার খতিয়ান পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ক'জন দাপুটে মন্ত্রী, নেতা, আমলা স্বেচ্ছায় এসবের দায় স্বীকার করিয়িছেন এবং গদি ছাড়িয়াছেন? দু'-চারজন চুনোপুঁটিকেই এসবের খেসারত দিতে দেখা গিয়াছে। মন্দজনের কথায়, তাঁহারা নেহাতই রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্রের বলি। বিপুল অর্থবিত্ত এবং মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার লোভে দলবদল তো অনেকদিন যাবৎই জলভাত হইয়া গিয়াছে। পাল্টিবাজরা মনেই রাখেন না, তাঁহারা কাহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করিয়া কোন দলের সমর্থকদের ভোটে জিতিয়াছিলেন। এজন্য রাজকোষের কী বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হইয়াছিল, ভোটের আয়োজন করিতে পণ্ড হইয়াছিল সরকারের কত জরুরি কাজ। রাজনীতি এইভাবে ধ্বংস হইবে না কেন? রাজনীতির অনেকটাই যে দুর্বৃত্তদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। প্রতিটি নির্বাচনের সময় দেখা যায়, প্রার্থীদের একটা বড় অংশ নানা অপরাধে অভিযুক্ত। এমনকী নির্বাচিতদের মধ্যেও আলো করিয়া বসিয়া আছেন একগাদা গুণধর! যেমন তেমন অভিযোগ নয়খুন অপহরণ ধর্ষণ থেকে চুরি দুর্নীতি প্রায় সব ধরনের অভিযোগই তাঁহাদের নামে রহিয়াছে। জনপ্রতিনিধিদের একাংশের এই যদি চেহারা হয় তবে অনুমান করিতে অসুধি হয় না বিপুল ভোটে তাঁহাদের জয়ের রহস্যটা কী।

তিন দশক আগে এই জায়গাটাকেই ধরিতে চাহিয়াছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন সেশন। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে শাসক ও বিরোধীদের কাউকেই তিনি রেয়াত করেননি। জ্যোতি বসু এবং লালু যাদবের সঙ্গে তাঁহার টক্কর ইতিহাস ভুলিবে না। ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনী সংস্কার কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাহা সেশনই বুঝাইয়াছিলেন দেশবাসীকে। বস্তুত সেশনের কর্মকাণ্ড দেখিবার আগে ভারতবাসী জানতই না সিইসি পদটির আদৌ কোনও গুরুত্ব আছে কি না। সেশন কিছু পারিয়াছিলেন, অনেক কিছুই পারেননি। সেশনের স্বপ্ন অপূর্ণ রহিয়া যাওয়ার জন্য ভারতীয় রাজনীতির কায়েমি স্বার্থের গোষ্ঠীগুলিই মূলত দায়ী। তবে তাঁহার সবচেয়ে বড় সাফল্য, নির্বাচন কমিশনকে তিনি সাহসী হইতে শিখাইয়াছেন। বুঝাইয়েআ দিয়ে গিয়াছেন, কদর্য রাজনীতির কাছে নতজানু হওয়াটা নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। কমিশন সংবিধান আর গণতন্ত্রের কাছেই শুধু দায়বদ্ধ। পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে কমিশন যতটুকু সাহস দেখাইয়াছে, তাহার ভিতরে সেশনের প্রেরণা বেশ অনুভব করা যায়। ভারত বৃহত্তম গণতন্ত্র। কমিশনের এই উদ্যোগ সফল হইলে তাহাতে একইসঙ্গে ভারত এবং গণতন্ত্রের মর্যাদা বাড়িবে।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৪০৬ জন

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। পুরনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছর শুরু হয়ে গেলেও শহর ছেড়ে যাওয়ার নাম নেই করোনার। তবে স্বস্তির খবর শুক্রবারও পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা কমেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ৪০৬। এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।
স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে জানান হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৪০৬ জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ০৫,৬৭,৩০৪ একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০,০৯৭। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪৯৩। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,৫০,৭৩৭ জন। এখনও পর্যন্ত একটিভ কেসের সংখ্যা ৬,৪৭০। রাজ্য সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.০৮ শতাংশ।

আপাতত বনদফতরের কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই : সূত্র

কলকাতা,২২ জানুয়ারি (হি স): নির্বাচনের আগেই বনমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফার কথা জানান তিনি। আর এরপরেই বন দফতরের আপাতত মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রাখবেন বলেই খবর সূত্রের।
নবান্ন সূত্রে খবর, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেড়ে যাওয়া বনদফতর আপাতত নিজের কাছে রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। বনদফতরের কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন তিনিই।
প্রসঙ্গত,গত কয়েক দিন ধরে নানান সভায় বেসুরো হতে দেখা দিয়েছিল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জল্পনা ছড়িয়েছিল তৃণমূল ত্যাগ করবেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফার কথা জানিয়ে দিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ইস্তফাপত্রর একটি কপি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করা হলে চোখের কোনে চিকচিকে জল নিয়ে রাজীব বলেন, "আড়াই বছর আগেই পদত্যাগ করব ভেবেছিলাম। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী আটকেছিলেন। এবার ভগ্নহৃদয় নিয়েই দল ছাড়লাম। গত একমাস ধরে অনেক কিছু শুনেছি। কথাগুলো আমাকে আহত করেছে। তাই এই সিদ্ধান্ত। আমাকে এত কাজ করতে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মন্ত্রী না থেকেও মানুষের সেবা করা যায়। আমি সাধারণ কর্মী হিসেবেই কাজ করতে চাই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আরও একটু সৌজন্যতা আশা করেছিলাম। আমার মনে অনেকদিন ধরেই ক্ষোভ-অভিমান জমছিল। সে কথা দলের বহু সতীর্থ এবং মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। আর সহ্য করতে পারলাম না। তাই সরে দাঁড়ালাম। ভাবিনি এমন সিদ্ধান্ত নেব।দলনেত্রীকে প্রণাম জানিয়ে আমি সরে যাচ্ছি। কাউকে দুঃখ দিয়ে থাকলে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি"।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী ইস্তফা দেওয়ার পরও তাঁর অধীনে থাকা সেচ, পরিবহণ ও জলসম্পদ বিভাগের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুরধার কর্মবিপ্লবের জন্য নেতাজি আজও বেঁচে আছেন

মিঠুন রায়

আজ ২৩ জানুয়ারি। ভারতমাতার বীরসন্তান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মদিবস। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষ চন্দ্রে অবদান অতুলনীয়। তিনি ছিলেন আপসহীন ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। দেশবাসীর হৃদয়ে আজও তিনি বেঁচে আছেন ক্ষুরধার কর্ম বিপ্লবের জন্য। জন্মদিনে শুধুমাত্র নেতাজির জীবনী নিয়ে আলোকপাত করলেই চলবে না। নেতাজি কেমন ভারত চেয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতে নেতাজির সেই স্বপ্ন কেন সফল হল না—তাওভাবার প্রয়োজন। নেতাজি বলেছিলেন,---" স্বাধীনতারসংগ্রামে জনগণ যখন একে অপরের সংগ্রামের সাথী হয়ে উঠবে, তখন সকলের জীবন একই লক্ষ্যে নতুন প্রেরণায় জাগ্রত হবে এবং এরই সঙ্গে গড়ে উঠবে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। উন্মোচিত হবে এক নতুন দিগন্ত উন্মেষ ঘটবে এক নতুন দৃষ্টির। এই বিপ্লব যেদিন আসবে সেদিন ভারতীয় জনগণ এক পরিবর্তিত জনগণে পরিণত হবে। দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ক্যান্সার নির্মূল করা বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু এই কাজই অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি একটি বার আমরা সমগ্র জাতিকে জড়িয়ে বিপ্লবী মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে পারি।

নেতাজি বিশ্বাস করতেন পরাধীন ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ থেকে মুক্ত করতে হলে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ীক খণ্ড চিন্তা নয়। সমগ্র জাতিকে জড়িয়েই চিন্তা করতে ও আর্থিক ক্ষেত্রের যে সত্যটি সম্বন্ধে আমাদের নিরক্ষা দেশবাসীর চোখ আমাদেরই খুলে দিতে হবে, তা হল, ধর্ম, জাত ও ভাষার পার্থক্য থাকলেও আর্থিক সমস্যা ও অর্জনের অদম্য স্পৃহা নেতাজির জীবন সংগ্রামকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেছিল। তাঁর চিন্তা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানকে জানার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে উঠেছিল। ক্রমেই তিনি উপলব্ধি করছিলেন সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ আজও মানবজাতির একমাত্র লক্ষ্য। তাই তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশকে এদেশ থেকে তাড়ালেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না। ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থা চালু করার জন্য আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন। আর এই বিপ্লব যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তা জানা যায় বারীন ঘোষকে লেখা এক চিঠিতে। ওই চিঠিতে তিনি লেখেছেন--- 'এতকাল স্বাধীনতা বলতে আমরা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই বুঝিয়েছি। কিন্তু এখন থেকে আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে, আমরা জনসাধারণকে শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চাইনা, সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকেই মুক্ত করতে চাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই তিন ধরনের শোষণের অবসান। যখন সকল শৃঙ্খলের অবসান ঘটবে। তখনই আমরা সাম্যবাদের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গড়তে অগ্রসর হতে পারি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য একটি মুক্ত এবং

এই কাজ অবশ্যই কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনেইতা সম্ভব হতে পারে। সুভাষ চন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে সেকুলার ছিলেন। এমনকি জাতীয় কংগ্রেস দলকেও সেকুলারিজমের উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজনৈতির সাথে কখনও ধর্মকে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, ধর্মকে সম্পূণরূপে রাজনৈতিক থেকে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের হওয়া উচিত। ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে তা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু ধর্মীয় বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত না। তা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধি দিয়ে।

দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজির সাথে মতবিরোধের জেরে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। অথচ নেতাজি সুভাষ স্বাধীনতা সংগ্রম করেছেন দেশমাতাকে মুক্ত করার স্বার্থে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষমতার কোনো মোহ ওনার ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছিলেন বলেই বেশ ক'বার কারাবরণ করতে হয় তাঁকে। অধ্যাপক সুগত বোশ বলেছেন --- অসম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু উপমহাদেশের হিন্দু মুসলিম বিভাজনে বিশ্বাস করতেন না। সেই অবস্থান থেকে হিন্দু মুসলিম তত্ত্বে বৃহত্তর উপমহাদেশ ভাঙণ চাননি নেতাজি। ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেকের লড়াইয়ের ধরনের সঙ্গে নেতাজির খানিক দ্বন্ধ ছিল। দ্বন্ধ ছিল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সঙ্গেও। কারণ, নেতাজি মনে করতেন, ব্রিটিশ শাসকরা এতো সহজে আচরণে ভারত ছাড়বে না। নেতাজি সুভাষ অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাইতো সদর্পে বলে ছিলেনট " হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক -এর চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিন্তু হতে পারে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি বিপর্যয় কাউকে রেহাই দেয় না। হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে 'হিন্দু রাজ' -এর ধ্বনি শোনা যায়, এগুলি সর্বো অলস চিন্তা।"

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রতিষ্ঠার আগেই কাবুলে প্রথম প্রবাসী ভারত সরকার গঠন করেছিলেন মত্তলানা ওবাহিদুল্লাহ সিন্ধি। এই মত্তলানা ওবাহিদুল্লাহ সিন্ধি ছিলেন সুভাষ চন্দ্রে রাজনৈতিক গুরু। আসলে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী নেতাজীর সম্পর্ক ছিল হিন্দু-মুসলীম -শিখ সহ সব অংশের মানুষের সাথে। দেশের মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। আজাদ হিন্দু বাহিনীতেও আবিদ হাসান, হাবিবুর রহমান, শাহনওয়াজ খানের মতো অনেক সংখ্যালঘুরা নেতাজির বিশ্বস্ত ছিলেন। আবিদ হাসান সাফরানি ছিলেন নেতাজির সেনাধ্যক্ষ। আদাব, নমস্কার প্রভৃতি অভিবাদন বাদ দিয়ে তিনি আজাদ হিন্দু বাহিনীতে 'জয় হিন্দু' ধ্বনীর প্রবর্তন করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় জন্মের ১২৫ বর্ষেও নেতাজি সুভাষ বসুর প্রাসঙ্গিকতা হাড়িয়ে যায় নি সমাজে। তাঁর মৃত্যুর রহস্য এখনো উদঘাটন হয় নি। এমর্মে গঠিত মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট এখনো জনসমক্ষে আনা হয় নি। আনন্দের বিষয় হল কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের নবনির্মিয়িমান সংদস ভবন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নামে উৎসর্গ করার ঘোষণা দিয়েছেন। তবু ২৩ জানুয়ারি দেশপ্রেম দিবস হিসেবে ঘোষণা হয় নি। দেশকে ভালাবাসার নাম দেশপ্রেম। সঠিক অর্থে দেশপ্রেম মানে শুধু রাষ্ট্রবাদনয়, দেশের জনগণের সার্বিক অর্থে মঙ্গল সাধন করা। এজন্য নিজের জীবনকেও বাজি রেখেছিলেন তারা। তাইতো তিনিই আমাদের প্রকৃত দেশনায়ক।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র— 'বন্দেমাতরম্' থেকে 'জনগণমন'

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

সময়টা ১৯৭৩। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এতটাই তীব্র হল যে, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িতাকে টেনে আনা হল। এই বিরোধ আরও তীব্র হল 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন শ্রী ও পদ্ম নিয়ে। স্মরণে রাখা দরকার ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বন্দেমাতরম্ গানটি সুর সংযোগ করে গিয়েছিলেন। তারপর বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে এই গানটি অত্যাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তারপর থেকে এতকাল এটি কংগ্রেসের সভাসমিচিতে গাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ এই সঙ্গীতটিকে উপলক্ষ করে খুবই বিতর্ক উঠল—এটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া যাবে কিনা। মুসলমানদের মূল বক্তব্য এই যে, এই গানে সুস্পষ্টভাবে হিন্দু পৌত্তলিক দেবী দুর্গার স্তব আছে (যথা-ত্বং হি দুর্গা দশপ্ররণধারিণী ইত্যাদি) দ্বিতীয়ত এই গান বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ বর্ণিত মুসলিম বিদ্বেষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই কারণেই এটি জাতীয় সঙ্গীত হতে পারেনা। অপরপক্ষে বাঙালি হিন্দুদের মূল বক্তব্য হল এই যে, 'বন্দে মাতরম্' যনি ও গানটি অর্ধশতাব্দীকাল ধরে সারা ভারতবর্ষে জুড়ে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করেছে এবং এরই জন্য সহস্র সহস্র মানুষ এতকাল কারা বরণ ও দুঃখ নির্যাতন ভোগ করেছে। এ গান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই এই গানটিই ভারতের জাতীয় সহগীত হিসাবে মর্যাদা পাবার অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের প্রথম অংশটি সুর সংযোজন করে কলকাতা কংগ্রেসে (১৮৯৬) গেয়েছিলেন সত্যি কথা। কিন্তু সমগ্র এই গানটির অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনদিনই তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি, একথা কবি স্বয়ং নিজের মুখেই বলেছেন। বিশেষতঃ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ও রাজনৈতিক শ্লোগানকে তিনি যে কিছুতেই অন্তরের সাথে মেনে নিতে পারছিলেন না-একথা তিনি প্রকাশ্য বিবৃতিএত না হলেও চিঠিপত্রে বহুবার উল্লেখ করেছেন। আমেরিকা থেকে একটি পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন-আমার বাণীর পথরোধ করবে এমন সাধ্য কারও নেই। সমস্ত পৃথিবীকে আমি আপন দেশ বলে বরণ করে নিয়েছি।..... পৃথিবী থেকে যাবার আগে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন সম্বন্ধ অনুভবও স্বীকার করে যেতে পারলুম এইটেতেই আমি আমার জীবন সার্থক বলে জানছি। আমাদের বাংলাদেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া উঠেছে। চিঠিপত্র দ্বিতীয় খণ্ড পরবর্তীকালে কবি প্রথম চৌধুরিকে এক পত্রে লিখলেন, ১৮ই কর্ত্তিক ১৩২৮ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে যে, সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর। যদি তা করি তাহলে কত্তারা খুসি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তারা বলেন, তিনি আবার কে? এক ত আছে বন্দোমাতরম্। তাদের গড় করে আমাকে আজ বলচে হচ্ছে---আমার বন্দোমাতরম্ ভুলিয়েছেন ঐ তিনি। আমি দেশচাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভুগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে। কিন্তু দুর্ভোগ্যক্রমে ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডার শুধু পাণ্ড নয় তারা গুণ্ডা-অতএব মার খেতে হবে। তাই সই মার সুরু হয়েছে।

মারার ভয়ে চাদ সদাগর শিবকে ছেড়ে সাপের দেবতার কাছে হার মেনেছিল সেইখানে তার গাল রয়ে গেল। আমি কিন্তু শিবকে ছাড়ব না আমার শিব সকল জগতের কিন্তু সাপের দেবতার জায়গা হচ্ছে গর্ত ভিতরে। সেই গর্তের মধ্যে আর কোনোদিন দেবতা খুঁজবে না। বুঝতে পেরেছি এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে। আমি ঠিক করেছি, যার যা মনের সাধ মিটিয়ে নিক্, আমি আর কথা কইব না। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড এমনকি 'বন্দেমাতরম্' শ্লোগান বা ধ্বনিকেও তিনি আন্তরিক সমর্তন করতে পারেন নি। কবি তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে বাণী দেন তাতে তিনি 'বন্দেমাতরম্'-এর পরিবর্তে 'বন্দে ভ্রাতরম্ শ্লোগান গ্রহণ করার আবেদন জানান দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮ এমন আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কলকাতা ওয়ার্কিং কমিটিরও এ আই সি সি-র অধিবেশনে এই জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের অধিকাংশ জাতীয়দাবাদী পত্র পত্রিকাতেই 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে প্রবল আন্দোলন চালালেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরাহনগরের বাড়িতে উঠেছিলেন। তিনি কলকাতার উত্তেজনার কথা সবই শুনলেন কিন্তু তখনই তিনি

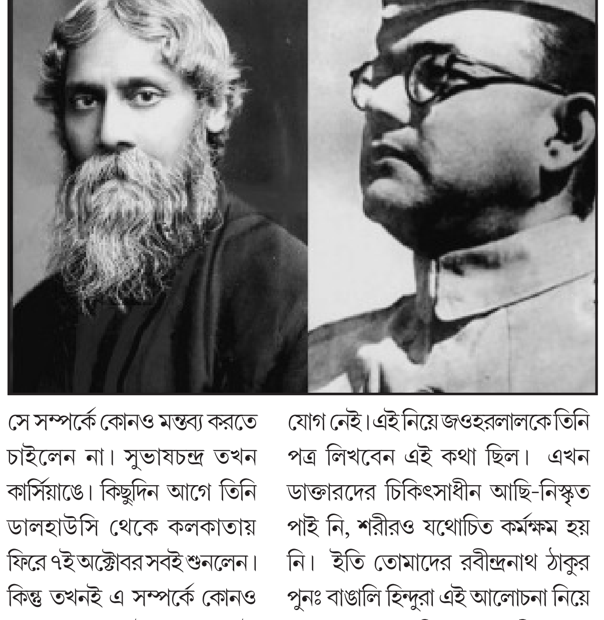

সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না। সুভাষচন্দ্র তখন কার্সিয়াঙে। কিছুদিন আগে তিনি ডালহাউসি থেকে কলকাতায় ফিরে ৭ই অক্টোবর সবই শুনলেন। কিন্তু তখনই এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না। ৯ই অক্টোবর তিনি কর্সিয়াঙে যান। এই সময় তিনি কবিকে এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত লিখে জানাবার অনুরোধ জানান। কবি তাঁর জবাবে সুভাষচন্দ্রকে লেখেন। সুহদ্বর, বন্দেমাতরম্ গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দূর্গার স্তব একথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে সর্ত চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলা দেশের সঙ্গে দূর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশভূজামূর্তিরূপের যে পূজা সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না। এবারের সূজা সংখ্যার বহু সাময়িক পত্রেই দুর্গাপূজার প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ গানের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছে-সহজেই দূর্গার স্তব রূপে একে গ্রহণ করেছে। আনন্দমঠ উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার মধ্যে এই গানের সুসংগতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্বজনীনভাবে সংগত হতেই পারে না। বাংলাদেশের একদম মুসলমানের মধ্যে যখন অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অহস্য হয়। তাদের অনুকরণ করে আমরাও যখন অন্যায় আবদান নিয়ে জেদ ধরি তখন সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে বস্তুতঃ এতে আমাদের পরাভব।

বন্দেমাতরম্ প্রবন্ধটি কৃষ্ণকৃপালানীর লেখা। বিশ্বভারতীয় কাগজে তিনি এটা প্রকাশ করবেন আমি জানতুম না। বিশ্বভারতীয় সঙ্গে এই আলোচনার কোনো যোগ নেই। এই নিয়ে জওহরলালকে তিনি পত্র লিখবেন এই কথা ছিল। এখন ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আছি-নিস্কৃত পাই নি, শরীরও যথোচিত কর্মক্ষম হয় নি। ইতি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনঃ বাঙালি হিন্দুরা এই আলোচনা নিয়ে চঞ্চল হয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটি একলা হিন্দুর মধ্যে বদ্ধ নয়। উভয় পক্ষেই ক্ষোভ যেখানে প্রবল সেখানে অপক্ষপাত বিচারের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয় সাধনায় আমাদের শান্তি চাই, ঐক্য চাই শুভবুদ্ধি চাই-কোনো এক পক্ষের জিদকে দূর্দম করে হারজিতের অন্তহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই নে। পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রসদন-এ রক্ষিত আছে যাই হোক, পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দীর্ঘ তিনদিন আলোচনার পর এটাই সিদ্ধান্ত হয় যে, অতঃপত এই সঙ্গীতের প্রথম অংশটিই কংগ্রেসের সভা সমিতিতে গাওয়া হবে (২৮ অক্টোবর, ১৯৩৭)।

বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রকে এটা কবির ব্যক্তিগত পত্র। সন্দেহ নেই কবির এই যুক্তি ও বক্তব্য সুভাষচন্দ্র আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। কার্সিয়াঙে থাকার পর অক্টোবর সুভাষচন্দ্র দার্জিলিং মেলে কলকাতায় ফিরলেন। পরদিন ২৪ অক্টোবর সোমবার সকালে জওহরলাল ও কংগ্রেস সেক্রেটারি আচার্য্য কৃপালানী কলকাতায় এলেন। ঐদিনই অপরাহ্নে জওহরলাল বেলঘরিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'হিন্দু -মুসলমান সমস্যা ও 'বন্দেমাতরম্ সংগীত সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য, ওইদিনই ওয়াকিং কমিটির বৈছক শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পূর্বেই তাঁর সেক্রেটারি মারফৎ জওহরলালের কাছে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর অভিমত বা বিবৃতিটি পাঠান। তাঁর যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তের এক জায়গায় বলা হয় (২৮ অক্টোবর, ১৯৩৭)।

ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত এই যে, অতীতের স্মৃতি সুদীর্ঘকালব্যাপী আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের ইতিহাস এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যাপক ব্যবহার এই সঙ্গীতের প্রথম দুইটি কলিকে প্রাণবান ও আমাদের জাতীয় অন্দোলনের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়াছে সুতরাং এই দুইটি কলি আমাদের সম্রম ও সমাজের বস্তু। এই দুইটি কলিতে হারাও আপত্তি রবিবার কিছু নাই। সঙ্গীতের অবশিষ্টাংশ অনেকেই জানেন না এবং প্রায় কখনও গান করা হয় না। উহাতে এমন বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং ধর্মবিষয়ক এমন ভাব বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্য সম্প্রদায়ের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যহীন।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের কোনও কোনও অংশ সম্পর্কে মুসলমান বন্ধুগণ যে আপত্তি উথঅপন করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন। মুসলমান বন্ধুদের আপত্তি যতদূর যুক্তিসংগত, তাহা মানিয়া লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিযোগ প্রকাশ করিতেছে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন। মুসলমান বন্ধুদের আপত্তি যতদূর যুক্তিসংগত, তাহা মানিয়া লইয়াও ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিযোগ প্রকাশ করিতেছে যে আমাদের জাতীয় আন্দোলন সুস্পষ্টরূপে গ্রহণের পূর্বে এই সঙ্গীত যে একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাসে স্থানলাভ করিয়াছিল, সেই কথাটা জাতীয় আন্দোলনে এই সঙ্গীতের ব্যবহারের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি এই নির্দেশ দিতেছেন যে, জাতীয় সভা সমিতিতে যখনই এই সঙ্গীত গান করা হইবে তখনই যেন শুধু প্রথম দুটি কলি গান করা হয়। তবে এই সঙ্গীতের উফরেও বা এই সঙ্গীতের পরিবর্তে অন্য কোনও নির্দোষ সঙ্গীত গান করিবার পূর্ণ স্বাধীনতাও উদ্যোক্তাগণের থাকিবে। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ অক্টোবর ৩৭ তাছাড়া এই সিদ্ধান্তে জাতীয় সঙ্গীত সংকলনের জন্য নিম্নলিখিত চারজনকে নিয়ে একটি সাব কমিটি নিয়োগের কথাও ঘোষণা করা হয়। মৌলানা আজাদ, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র ও আচার্য নরেন্দ্র দেব। আরও স্থির হয় এই সাব্ কমিটি এই বিষয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করবেন। পরদিন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সম্পর্কে কবির বিবৃতিটি প্রেসে দেওয়া হয়। কবির বিবৃতিটি ছিল 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবেগ্রহণ করা যায় কিনা দুঃখের বিষয় সেই সম্পর্কে এক প্রশ্ন উঠিয়াছে। আমাকে ঐ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সময় মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উহার প্রথম প্যারাতে সুরু সংযজোনা করার সুযোগ আমারই প্রথম হইয়াছিল। তখনও এই সঙ্গীতের রচয়িতা জীবিত ছিলেন। কলিকাতায় আহুত একটি কংগ্রেসে আমিই প্রথম উহা গান করি। ঐ সঙ্গীতের প্রথম প্যারাতে যে ভক্তি ও কোমলতার ভাব আছে, উহাতে ভারতমাতার যে সুন্দর রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আমার চিত্র বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহার ফলে আমার পক্ষে ঐ সঙ্গীতের প্রথম প্যারাকে সমগ্র সঙ্গীত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কিংবা যে পুস্তকে উহা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোন ও অসুবিধা হয় না। আমি অনায়াসে স্বীকার করি যে বঙ্কিমচন্দ্রে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি যদি উহার অন্যান্য ইতিহাসের সহিত পড়া যা তাহা হইলে উহার এমন অর্থ করা যায় ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় সঙ্গীত যদিও সমগ্র সঙ্গীত হইতে গৃহীত দুইটি প্যারা মাত্র, তথাপি উহা যে সর্বদা কেন সমগ্র সঙ্গীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে কিংবা যে ইতিহাসের সহিত দৈবক্রমে ইহা জড়িত তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার ত্রিপুরা রাবার শ্রমিক ইউনিয়নে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মেঘালয়ের কয়লা খনিতে সংঘটিক দুর্ঘটনায় অসমের ছয় শ্রমিকের মৃত্যু, তাঁদের মধ্যে চারজন করিমগঞ্জের

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : মেঘালয়ের কয়লা খনিতে এক দুর্ঘটনায় অসমের ছয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন শ্রমিক করিমগঞ্জ জেলার বলে মেঘালয় সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে।

মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রিম্বই গ্রামের একটি কয়লা খাদানে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খনি থেকে শ্রমিকদের তুলে আনার মেশিনের একটি অংশ ভেঙে যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মেশিনের একটি অংশ ভেঙে প্রায় ১৫০ ফুট গভীরে চলে যায়। এতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক ছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল এখন পর্যন্ত মাত্র ছয় জন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে মেঘালয় সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে। নিহত উদ্ধারকৃত ছয় শ্রমিকের মধ্যে চার জনকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে।

নিহতদের মকবুল হুসেন, আলি হুসেন, দিলোয়ার হুসেন এবং জিলাল হুসেন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে দিলোয়ার হুসেনের বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাতাবাড়ি থানার জালালাবাদ গ্রামে বলে জানা গিয়েছে। পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড়ের জেলাশাসক ই খারমালকি জানিয়েছেন, স্থানীয় রিম্বর গ্রামের এক কয়লা খাদানে সংঘটিত দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শনাক্তকৃত মৃত শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজনের বাড়িতে ইতিমধ্যে খবর পাঠানো হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন জেলাশাসক ই খারমালকি।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ব জয়ন্তিয়া জেলার সান অঞ্চলের একটি কয়লা খাদানে সংঘটিত এক দুর্ঘটনায় অসমের ধুবড়ির ১৫ জন শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন। সেদিন সংলগ্ন লাইতেন নদীর জল হু হু করে কয়লা খাদানে ঢুকে পড়েছিল। সে সময় মাত্র পাঁচজন শ্রমিকের জীবন রক্ষা করা গেলেও, খনিতে আটকা পড়া অন্য ১০ জন শ্রমিকের খোঁজ চলছিল ২০১৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। আটকে পড়া শ্রমিকদের খোঁজে সন্ধান অভিযান চালাতে বিদেশ থেকেও উদ্ধারকারী দল এসেছিল। কিন্তু কোনও হাদিশ না পেয়ে উদ্ধার অভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১০ শ্রমিকের কোনও খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা দিল জো বিডেন প্রশাসন

ওয়াশিংটন, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : শপথ নিয়ে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা দিল জো বিডেন প্রশাসন। এবিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন স্যাকি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন অনেকবার ভারতে গিয়েছেন। ভারত এবং আমেরিকার নেতাদের মধ্যে দীর্ঘকালীন, দ্বিপাক্ষিক এবং সফল সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তিনি। আগামিদিনেও সেই ধারা বজায় রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলের শেষদিকটা খুব একটা 'বন্ধুত্বপূর্ণ' ছিল না। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মঝেমধ্যেই কটাক্ষ ছুড়তেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফলে নয়া জো বাইডেনের আমলে ভারতের প্রতি কীরকম মনোভাব নেওয়া হয়, সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন কূটনীতিবিদরা। শুরুটা অবশ্য ভালোই হল। নয়া আমলের দ্বিতীয় দিনেই একেবারে বন্ধুত্বের বার্তা দিল বাইডেন প্রশাসন। দৈনিক সাংবাদিক বৈঠকে একটি প্রশ্নের জবাবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন স্যাকি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন অনেকবার ভারতে গিয়েছেন। ভারত এবং আমেরিকার নেতাদের মধ্যে দীর্ঘকালীন, দ্বিপাক্ষিক এবং সফল সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তিনি। আগামীদিনেও সেই ধারা বজায় রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

শুধু তাই নয়, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রমাণে ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রসঙ্গও উত্থাপন করে জেন বলেন, 'প্রথম ভারতীয়-আমেরিকান হিসেবে প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলাবেন। এই দেশের সকলের জন্য অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। একইসঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি আরও মজবুত করবে।'

গত নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর কমপক্ষে একবার ফোনে কথা বলেছেন বাইডেন এবং মোদী। আজ (শুক্রবার) থেকে বন্ধুরাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফোনালাপের মাধ্যমে শুরু করবেন বাইডেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে প্রথম কথা বলবেন। সেই তালিকায় মোদীও নিশ্চয়ই থাকবেন বলে ধারণা কূটনৈতিক মহলের। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণের পর বাইডেনকে 'উষ্ণতম অভ্যর্থনা' জানিয়েছেন মোদী। বাইডেনের আমলে ইন্দো-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নয়া উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও আশাপ্রকাশ করেন মোদী।

শিবমোগার দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : কর্নাটকের শিবমোগা পাথর খাদানের বিস্ফোরণের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শুক্রবারের বিস্ফোরণের নিহতদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতিও ওই দুর্ঘটনাকে দুঃখজনক বলে উল্লেখক করেন।

এদিন এক টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি কোভিন্দ লেখেন, কর্ণটাকের শিবমোগায় একটি পাথর খনন খাদনে বিস্ফোরণে প্রাণঘাতী ক্ষতিকারক সংবাদ দুর্ভাগ্যপূর্ণ ও দুঃখজনক। এই কঠিন সময়ে আমার সমবেদনা এবং শ্রদ্ধা পিরিতদের পরিবার এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে আছে। আমি আহতদের শীঘ্র সুস্থতা কামনা করি।

উল্লেখ্য, লক্ষণীয় যে, বৃহস্পতিবার রাতে শিবমোগায় বিস্ফোরক বহনকারী একটি ট্রাকে ব্যাপক বিস্ফোরণের কারণে ৭ জন মারা যান। এই বিস্ফোরকটি খনিতে ব্যবহারের জন্য পরিবহন করা হচ্ছিল। বিস্ফোরণে আশেপাশের ভবন এবং রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

ঊনকোটি জেলায় ১১৪ জন সুবিধাভোগীদের করোনা টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলায় গত ১৯ জানুয়ারি ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভিড-১৯-র কোভিশিল্ড টিকা দেওয়া হয়েছে। জেলার কণিকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৩ জন, নিশিরঞ্জন মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩৫ জন, আরজিএম মহকুমা হাসপাতালে ৩৭ জন ও কৃষ্ণটিলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৯ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে এই টিকা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারি ১১৪ জনকে কোভিশিল্ড টিকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

তেজপুর (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মেধার উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান কর্মক্ষেত্র ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করে দেশবাসীর মধ্যে একতার ভাব সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান। আজ শুক্রবার তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই উপলক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট স্ট্রিমের ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল-ভাষণ প্রদান করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অন্যতম প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যোলয় বলে উল্লেখ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করে ডিগ্রিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীদের সৌভাগ্যবান বলে উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামুখি বাস্তবতার সাথে পরিচিত করে তুলে। এ প্রসঙ্গে তিনি ছাত্র সমাজকে অবহেলিত শ্রেণির মানুষজকে সবলীকরণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী পদক্ষেপে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল জানান, অসম সরকারের উদ্যোগে বাণিজ্য বিভাগে আইএম কলকাতা ইনোভ্যাশনের সহযোগিতায় গুয়াহাটিতে আসাম স্টার্ট আপ দ্য নেস্ট নামের একটা ইনকুবেশন হাব ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বলে তিনি ছাত্রছাত্রীকে অবগত করেন। এই ইনকুবেশ্যান হাবের সুযোগ নিয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা, জ্ঞান আর কৌশল প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত হতে বলেন। স্টার্ট আপ আন্দোলনে অংশ নিতে এবং তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার দ্বারা উত্তরপূর্বের অন্যান্য রাজ্যসমূহের সাথে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল তথা এশিয়ান দেশের ৮০ কোটি জনসাধারণের বৃহৎ বাজার দখল করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সবধরনের সহযোগিতা করবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস প্রদান করেন।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিপূর্বে বহুবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষী এবং ভারত বিকাশের নতুন ইঞ্জিন বলে অভিহিত করেছেন। বিগত ছয় বছরে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিবিএন দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, উদ্যোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, পর্যটন, সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়, ক্রীড়া, তথ্য ও প্রযুক্তি, কৃষি ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্পায়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য অসম সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বলেন, ২০১৮ সালে অসম সরকার কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব বিনিময় সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে ৭৯ হাজার কোটি টাকার বিনিময়যোগ্য ২৬৩টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। রিপ প্রকল্পসমূহের অন্তর্গত রাজ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন ক্ষেত্রে হয়েছে বলে তিনি জানান।

সর্বানন্দ সনোয়াল বিগত বর্ষের করোনা ভাইরাস মহামারির ফলে উদ্ভূত অনিশ্চয়তা আর সংশয়পূর্ণ পরিবেশের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত গড়ার আহ্বানের নিদর্শন হিসেবে দেশের বিজ্ঞানীরা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সফলতা মুখ্যমন্ত্রী মেক ইন ইন্ডিয়া আর আত্মনির্ভর ভারতের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য বলে অভিহিত করেন।

আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পখরিয়াল নিশংক এবং রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অধ্যাপক জগদীশ মুখি অডিও-ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ প্রদান করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের সমালোচনা করলে শাস্তি বিহারে, তুমুল সমালোচনা

পাটনা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) :সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের সমালোচনা করলে তা 'শাস্তিযোগ্য অপরাধ'বলে বিবেচিত হবে। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিহার সরকার। শুক্রবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় গঠনমূলক সমালোচনা করা যেতেই পারে। কিন্তু অপমানজনক কথাবার্তা, গুজব ছড়ালেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব।

নীতীশ সরকার জানায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক বা মানহানিকর পোস্ট করলে তা এবার থেকে শাস্তিযোগ্য সাইবার অপরাধ বলে গণ্য হবে বিহারে। শুধুমাত্র সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, সরকারি আধিকারিক বা কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের পোস্ট করলেও শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে।

কমলপুরে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। সারা রাজ্যের সাথে গতকাল কমলপুর মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় দুর্গা চৌমুহনী ব্লক কনফারেন্স হলে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দুর্গা চৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অনাদি সরকার। পূর্ণরাজ্য দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে আলোচনা করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রামেশ্বর চক্রবর্তী, বামন ছড়া ইংরেজী মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মন্দিরা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। অতিথিগণ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুর্গা চৌমুহনী বিএসি'র চেয়ারম্যান কুমার হালাম।

মধ্য কমলাপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন আন্দারছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে মধ্য কমলাপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২০ জানুয়ারি টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৩৫ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ২৮ জন শিশু ও ৭ জন গর্ভবতী মাকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ, গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও মায়েদের হাসপাতালে প্রসব করানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ এবং আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গোমতী জেলায় পেইন এণ্ড পেলিয়েটিভ কেয়ারের উপর প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। গোমতী জেলায় চিকিৎসক এবং স্টাফ নার্সদের নিয়ে গত ১৯ জানুয়ারি পেইন এণ্ড পেলিয়েটিভ কেয়ারের উপর এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা হাসপাতাল ও উদয়পুর ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল থেকে একজন করে চিকিৎসক ও স্টাফ নার্স এবং অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের একজন স্টাফ নার্স এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরুপ রায় বর্মন। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নিরংমোহন জমাতিয়া জানান, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহযোগিতায় গোমতী জেলার জেলা হাসপাতাল ও দুটি মহকুমা হাসপাতালে পেইন এণ্ড পেলিয়েটিভ কেয়ার ক্লিনিক চালু করা হবে। যার মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিক ও ক্যান্সার রোগীরা উপকৃত হবেন। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক ও স্টাফ নার্সদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

অসংক্রামক রোগ : খোয়াই জেলায় আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। অসংক্রামক রোগের ওপর খোয়াই জেলায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আশাকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। গত ১৮ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অসংক্রামক রোগের উপর আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অন্যদিকে এই কর্মসূচিতে কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২০ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত আশাকর্মীদের অসংক্রামক রোগের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষে পশ্চিম জেলা, ঊনকোটি জেলা, দক্ষিণ জেলা ও ধলাই জেলা সহ সিপাহীজলা এবং খোয়াই জেলাকেও ইউনিভার্সেল পপুলেশন বেইসড িনংয়ের আওতায় আনা হয়। এই প্রকল্পে সবক'টি জেলায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচির বিষয়ে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করার সময় স্বাস্থ্যকর্মী বা আশাকর্মীগণ একটি সিবিএসি ফর্ম পূরণ করেন। আশাকর্মীগণ এই ফর্মটি কিভাবে তথ্য দ্বারা পূরণ করবেন সে সমস্ত বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাড়ি পরিদর্শনের সময় কিভাবে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কুষ্ঠরোগ, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ কিভাবে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা করা হয় সেই বিষয়েও হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে উপস্থিত ছিলেন এনসিডি প্রোগ্রাম স্টেট অফিসার ডা. সুপ্রিয় মল্লিক।

ত্রিপুরায় যেহেতু অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি সেইজন্য ফ্রন্টলাইন কর্মীদের জন্য এ ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের সময় এই ফর্মের মাধ্যমে আশাকর্মীরা যে তথ্য সংগ্রহ করবেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন জনসংখ্যার আনুমানিক বিভিন্ন রোগের পরিসংখ্যান রাখা এবং আগামীদিনে স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।

হালাইপাড় কিনাইচর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার সমরুরপাড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন শ্রীরামপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে হালাইপাড় কিনাইচর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২০ জানুয়ারি টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ১৬ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে ১৪ জন শিশু ও ২ জন গর্ভবতী মাকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ, গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও মায়েদের হাসপাতালে প্রসব করানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ এবং আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সমতল পদ্মবিলে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার রতনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত সমতল পদ্মবিল উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গতকাল এক গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ৩২ জন গর্ভবতী মা, শিশু এবং এলাকার প্রবীণ নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপকারিতা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নবজাতকের যত্ন, মা ও শিশুর টিকাকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে ১৬ জন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রত্যেককে চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আয়রণ ট্যাবলেট দেওয়া হয়। দু'জনের জ্বর থাকায় তাদের ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে রক্ত পরীক্ষা করা হয়। দু'জনেরই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এই অনুষ্ঠানে এক্সটেনশান এডুকেটর, এমপিডব্লিউ, আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গোপালনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'তামাকমুক্ত বিদ্যালয়' শীর্ষক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার অন্তর্গত মোহনপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৯ জানুয়ারি গোপালনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'তামাকমুক্ত বিদ্যালয়' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, মিড ডে মিল কর্মী, স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ সকল ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ অভিজিত দে এবং মনোবিদ কবিতা ঘোষ (দেববর্মা) তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের কুফল নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ঊনকোটি জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আজ ঊনকোটি জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, প্রত্যেক জনজাতির নিজস্ব সমৃদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। এই সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসে, বিকাশ ঘটে সংস্কৃতির। সরকার জনজাতিদের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠাবদ্ধ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক মুক্তিপদ পাল। প্রতিযোগিতায় কুমারঘাট মহকুমার পেঁচারথলের বিজু লোকনৃত্যদল প্রথম ও কৈলাসহর মহকুমার গোলকপুরে ওয়াং লোকনৃত্য দল দ্বিতীয় স্থান দখল করে। বিজয়ী দলগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিগণ।

যুবরাজনগর পঞ্চায়েত অফিসে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার ইরানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন যুবরাজনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে যুবরাজনগর পঞ্চায়েত অফিসে গত ২০ জানুয়ারি টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ২০ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে ১৪ জন শিশু ও ৬ জন গর্ভবতী মাকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ, গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও মায়েদের হাসপাতালে প্রসব করানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ সহ সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়।

খোয়াই জেলায় কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার হেমন্ত দেবর্বমা স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ১৯ জানুয়ারি ৩০ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং আশাকর্মীকে কোভিশিল্ড টিকা দেওয়া হয়েছে। করোনা টিকাকরণ কর্মসূচিতে হেমন্ত দেবর্বমা স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীদের এই টিকা দেওয়া হয়। এদিন টিকা নেন স্বাস্থ্যকর্মী কিষাণ দেববর্মা, জারজবি ডার্লং, অভিজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

জম্পুইজলায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। জম্পুইজলা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল জম্পুইজলা মহকুমার বুখুরুই কমিউনিটি হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সমাজসেবী ব্রজলাল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী হরতোষ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন জম্পইজলা ব্লকের বিডিও বরুণ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা এবং সুধন্বা দেববর্মা স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

লংতরাইভ্যালী মহকুমায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্যের অন্যান্য অংশের সাথে লংতরাইভ্যালী মহকুমায়ও গতকাল পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ছৈলেংটা কমিউনিটি হলে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ছৈলেংটার বিদ্যালয় পরিদর্শক পরিতোষ দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লংতরাইভ্যালী সরকারি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. সামসুল আলম চৌধুরী এবং উপবিদ্যালয় পরিদর্শক বাসুদেব দাস। বক্তাগণ ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ইতিহাস তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সুবলপাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন কামদেবছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে সুবলপাড়ায় গত ২০ জানুয়ারি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩১ জন রোগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এই শিবিরে মায়ের দুধের উপকারিতা, উচ্চরক্তচাপ, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও মায়েদের হাসপাতালে প্রসব করানোর উপর গুরুত্ব করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিএইচও এবং এমপিডব্লিউগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সোনামুড়ায় উদযাপিত পূর্ণরাজ্য দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল সোনামুড়া মহকুমায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে গতকাল সোনামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক সুব্রত মজমদার সহ উপস্থিত অতিথিগণ ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সোনামুড়া মহকুমার তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক অমৃত দাস। পূর্ণরাজ্য দিবসকে কেন্দ্র করে এদিন অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য বিষয়ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে স্থানীয় সৃজন ডান্স অ্যাকাডেমির কচিকাচার শিল্পীরা।

পশ্চিম করবুক ভিলেজে প্রাণী টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। করবুক মহকুমা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল পশ্চিম করবুক এডিসি ভিলেজের পূর্বহাম পাড়ায় এক প্রাণী টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাইডেন-বন্দনায় বলিউড তারকারা

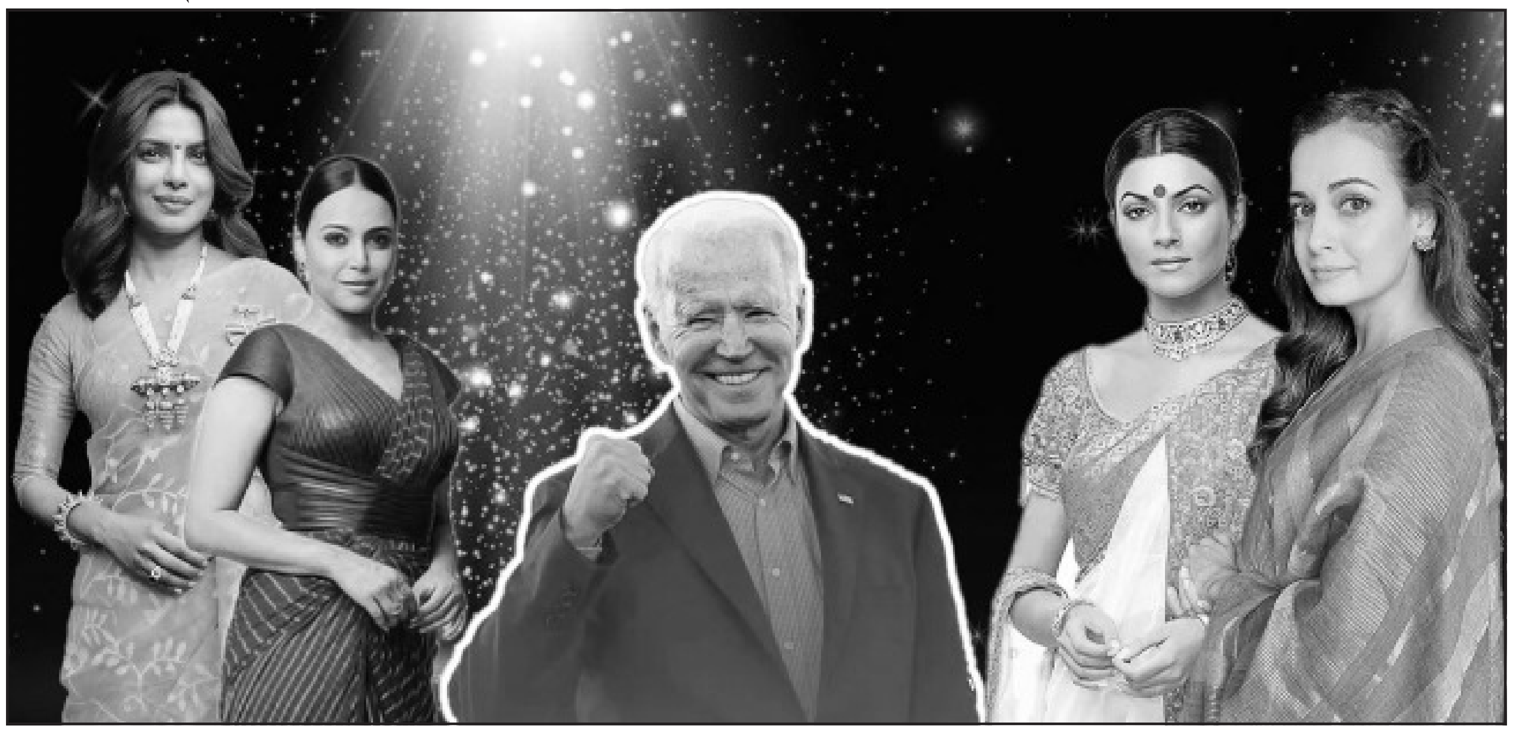

বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম এই প্রেসিডেন্ট তাঁর পারিবারিক বাইবেল ছুঁয়ে শপথ নিয়েছেন। কমলা হ্যারিস ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ায় ইতিহাসের প্রথম 'সেকেন্ড জেন্টলম্যান' পেল যুক্তরাষ্ট্র। মঞ্চে নেচে, গেয়ে, স্বাগত ভাষণ দিয়ে নতুন যুক্তরাষ্ট্রের শপথে সঙ্গী হয়েছিল মার্কিন বিনোদনজগতের তারকারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত গেয়েছেন গ্র্যামি আর অস্কারজয়ী সংগীতশিল্পী লেডি গাগা। আর সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাচে মাতিয়ে রেখেছিলেন জেনিফার লোপেজ। যুক্তরাষ্ট্রের এ ক্ষমতা হস্তান্তরকে স্বাগত জানিয়েছেন একাধিক বিশ্বনেতা। স্বাগত জানিয়েছেন একঝাঁক বলিউড তারকা। দেখে নেওয়া যাক, কী লিখেছেন তাঁরা।

জো বাইডেনকে নয়, কমলা হ্যারিসকে নয়, আমি প্রথমত অভিনন্দন জানাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর সেই দেশের নাগরিককে, যাঁরা ভোট দিয়ে আজকের দিনটাকে সম্ভব করেছেন, নানাভাবে নতুন করে ইতিহাস লিখেছেন। কমলা হ্যারিসকে আমার টুপিখোলা অভিনন্দন। এই না হলে একজন নারী! আমি সব নারীকে তাঁদের নিজেদের জায়গা থেকে আপনার মতো ক্ষমতাবান আর স্বাবলম্বী দেখতে চাই। আপনি আমাদের সবার আইকন।

আমার বিশ্বাস, ভূগোলের বাইরে গিয়ে জো বাইডেন পুরো বিশ্বের জন্য একজন ভালো নেতা হবেন। ক্ষমতা কখনো উদাহরণ নয়, উদাহরণই ক্ষমতা। আপনি সেই উদাহরণ হবেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাতে আপনাকে স্মরণ করে পথ চলতে পারে।

জো বাইডেন আর কমলা হ্যারিসের ছবি শেয়ার করে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লিখেছেন, 'এভাবেই নারীরা সবখানে সবাইকে ঠেলে ঠিকই নিজের জায়গা করে নেবে। আর ভবিষ্যতের পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে। আর সবাইকে শেখাবে, কীভাবে এগিয়ে এসে নিজের রাস্তা নিজে তৈরি করে বিজয়ী হতে হয়।'মার্কিন তরুণ কৃষাঙ্গ নারী কবি আমান্দা গরম্যানের কবিতা উদ্ধৃত করে দিয়া টুইট করেছেন, 'এদিন আসবে, আমরা সব কুয়াশা কাটিয়ে বহ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠব। এভাবেই একদিন লাল গোলাপের মতো ফুটে উঠবে নতুন ভোর। যদি আমরা সেই সকালের জন্য সাহস রাখি, সকাল ফুটবেই। যদি আমরা সেদিনটি উদযাপন করার গভীর দৃষ্টি রাখি, সেই ভোর আসবেই।' দিয়া ইনস্টাগ্রামে কমলা হ্যারিসকে উদ্দেশ্য করে আরও লেখেন, 'আপনি একজন দুর্দান্ত নারী। আপনি বিশ্বের সব নারীদের আদর্শ হয়ে থাকবেন।

এই বলিউড অভিনেত্রী শপথ গ্রহণের দুটো ছবি জুড়ে দিয়ে টুইট করেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুমি করে দেখালে। তোমাকে স্বাগতম। সামনের দিনগুলো মঙ্গলময় হোক।

বদহজম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আলিয়া

'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি' সিনেমা নিয়ে শুরু থেকেই আলোচনায় আছেন আলিয়া ভাট। দেড় মাস ধরে মুম্বাইয়ের রেডলাইট এলাকা কামতাপুরীর যৌনকর্মীদের ভাষা শিখেছেন তিনি। নাট্যব্যক্তিত্ব ও ভাষাবিদদের কাছ থেকে 'কুশ্রী' ভাষা আর বাচনভঙ্গির ওপর প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর শুটিংয়ের শুরুতেই বাধল গোল। বদহজম ও বমির সমস্যার কারণে শুটিং থেকে রোববার হাসপাতালে ভর্তি হন আলিয়া। অতিরিক্ত পরিশ্রম আর ফুড পয়জনিংয়ের কারণে এমনটা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই ছবির শুটিং। করোনাকালে যে সিনেমাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি'। আট মাসের বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল এই ছবির কাজ। এরপর আবার নতুন করে সেট বানিয়ে শুরু হলো শুটিং। আর এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে!

এই সিনেমায় আলিয়াকে দেখা যাবে একটি যৌনপল্লির প্রধানের চরিত্রে।

যাঁর স্বামী তাঁকে বিয়ের পরপরই বিক্রি করে দেয় ৫০০ টাকায়। ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে মাফিয়া।

টুইটারে সঞ্জয় লীলা বনসালি এই সিনেমার ফার্স্টলুক শেয়ার করেন। সেখানে আলিয়াকে দেখা গেছে ভিন্ন এক রূপে। ক্যাপশনে লেখেন, 'শক্তি, ক্ষমতা, ভয়! এক চেহারায় হাজারো অনুভূতি।'

শোনা যাচ্ছে, এই বছরেই বাজবে আলিয়ার বিয়ের বাদ্য। পাত্র আর কেউ নন, দুই বছরের প্রেমিক রণবীর কাপুর। তা ছাড়া হাতে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি বড় বড় প্রজেক্ট।

এস এস রাজামৌলির 'আরআরআর'।

এখানে আলিয়া দেখা দেবেন রাম চরণ, জুনিয়র এনটিআর আর অজয় দেবগনের সঙ্গে। করণ জোহরের 'তখত' ছবিতেও দেখা যাবে আলিয়াকে।

এ ছাড়া অয়ন মুখার্জি পরিচালিত 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবিটি রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়।

১১ সেপ্টেম্বর মুক্তির কথা রয়েছে 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি' ছবির।

চুমু খাননি বলে প্রেমিকা চলে গিয়েছিল অক্ষয়ের

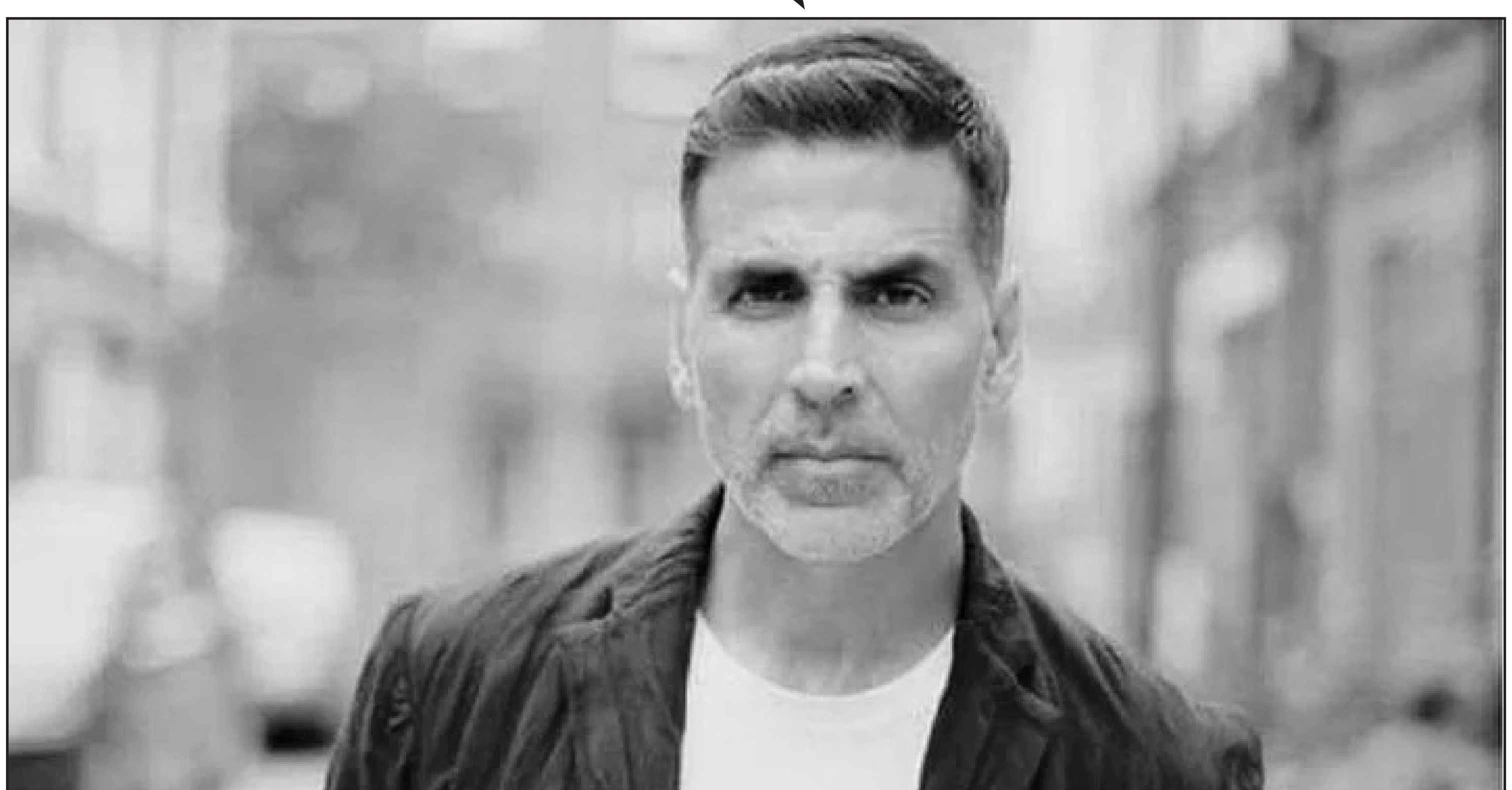

অক্ষয় কুমারের সাম্প্রতিক ছবিগুলো দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। রুপালি পর্দায় যাঁদের সঙ্গে তিনি প্রেম করছেন, তাঁদের বেশির ভাগই তাঁর হাঁটুর বয়সী। স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্নার সঙ্গে দুই দশক ধরে এক ছাদের নিচে সংসার করছেন অক্ষয়। অথচ এই অভিনেতার প্রেমিকাই নাকি একদিন চলে গিয়েছিলেন তাঁকে ছেড়ে।

এমন তথ্যই দিলেন বলিউডের এই অভিনেতা। ভারতের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান কপিল শর্মা শোতে 'হাউসফুল ফোর' ছবির প্রচারে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রিতেশ দেশমুখ ও ববি দেওল। সেখানেই ঘটনাটি ফাঁস করেন তিনি। অক্ষয়ের জীবন বড় বর্ণিল। সেই জীবনের নানা ঘটনার বয়ান দিতে দিতে প্রেমের এই ঘটনাও বেরিয়ে আসে।

অক্ষয় তখন ভীষণ লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। মেয়েদের পাশে খুব একটা ঘেঁষতেন না। প্রেমের শুরুতে বেশ কয়েক দিন প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কখনো তাঁর কাঁধে হাত রাখেননি। সংকোচ হতো বলে হাতও ধরতেন না তিনি। অক্ষয় জানান, মেয়েটি চেয়েছিল অক্ষয় তাঁর হাত ধরুক, অন্তত একটা চুমু খাক। অক্ষয় এসব না করায় সেখানেই তাঁদের প্রেমের ইতি ঘটে। মেয়েটি চলে যায় অক্ষয়কে ছেড়ে।

অক্ষয় যখন তারকা হননি। তখন তাঁর প্রেমিকা চলে গেলেও বলিউডে পোক্ত হওয়ার পর জড়িয়েছিলেন একাধিক প্রেমে। অক্ষয় কুমার ও আয়েশা জুলকারের প্রেম নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়েছিল বলিউডে, মূলত 'খিলাড়ি' সিনেমাকে ঘিরে। 'খিলাড়ি' ছবির 'ওয়াদা রাহা সনম' গানটিতে যেন অক্ষয় কুমার আর আয়শা জুলকার ভালোবাসার কথা স্পষ্ট ছিল।মডেল ও অভিনেত্রী পূজা বাত্রার সঙ্গেও অক্ষয়ের সম্পর্ক নিয়ে বেশ জল ঘোলা হয়েছিল। যদিও এই প্রেম টেকেনি বেশি দিন। পূজা বলিউড তারকা অক্ষয়ের ব্যাপারে সিরিয়াস থাকলেও অভিযোগ আছে, অক্ষয় পূজাকে নিজের সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।গত শতকের নব্বইয়ের দশকের হিট জুটিগুলোর মধ্যে অন্যতম অক্ষয় কুমার ও শিল্পা শেঠি। পর্দার বাইরেও এই জুটির ছিল ভক্তদের পছন্দের শীর্ষে। অক্ষয়—শিল্পার প্রেমও এগিয়েছিল অনেক দূর। শোনা যায়, অক্ষয় কুমার ও শিল্পা শেঠির আশীর্বাদ পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ দুজন ধরেছেন ভিন্ন পথ। এখন ভিন্ন ঘরে সংসার।'মোহরা' ছবির সেট থেকে প্রেমের শুরু অক্ষয় কুমার ও রাভিনা টেন্ডনের। বলিউডের তখন আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল অক্ষয়---রাভিনার প্রেম। বলিউডের আবেদনময়ী এই নায়িকা অক্ষয়ের প্রেমে পাগল ছিলেন। তাঁদের প্রেম নিয়ে এতই আলোচনা হতো যে অনেকে ধরে নিয়েছিলেন সাতপাকে বাঁধা পড়বেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের এ সম্পর্কও একসময় ভেঙে যায়।

এই প্রেম নিয়ে বেশ আলোচনা---সমালোচনা ছিল বলিউডে। বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রা রেখার সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিলেন অক্ষয়। এই অসম প্রেম বলিউড ভক্তদের অবাক করে। শোনা যায়, 'খিলাড়িও কা খিলাড়ি' ছবির শুটিং সূত্রে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। বলিউডের এই দাপুটে নায়িকা আর তাঁর থেকে কম বয়সী নায়কের সঙ্গে প্রেম নিয়ে বলিউড সরগরম ছিল। কিন্তু এরপরই অক্ষয়ের জীবনে টুইঙ্কেল খান্না আসেন।টুইঙ্কেল খান্নার সঙ্গে অক্ষয়ের প্রেমের শুরু একটি ফটোশুটের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে প্রেম গাঢ় হতে থাকে। একপর্যায়ে দুজন বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এখনো একই ছাদের নিচে আছেন অক্ষয়—টুইঙ্কেল। কিছুদিন আগেই টুইঙ্কেলের সঙ্গে ২০তম বিবাহবার্ষিকী পালন করতে দেখা গেছে অক্ষয় কুমারকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে ছবি শেয়ার করে শুভেচ্ছা জানান তিনি। এই সময়ে 'আতরাঙ্গি রে' ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত অক্ষয়। ছবিতে অক্ষয় ছাড়াও থাকবেন সারা আলী খান এবং দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা ধানুশ। এ ছাড়া 'সূর্যবংশী', 'বচ্চন পান্ডে', 'পৃথ্বীরাজ', 'বেল বটম', 'রক্ষাবন্ধন' ও 'রামসেতু' ছবিগুলোতেও দেখা যাবে অক্ষয়কে।

গোপনে আবার বাবা হয়েছেন জাস্টিন টিম্বারলেক

২০২০ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল প্রতিবেদন করল, মহামারির দিনে লকডাউনে দ্বিতীয় সন্তান এসেছে মার্কিন সংগীত তারকা জাস্টিন টিম্বারলেক আর হলিউড অভিনেত্রী জেসিকা বিয়েলের ঘরে। কিন্তু তখন কেউই এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেননি। আবার জেসিকার দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার খবরও জানা যায়নি। তাই সত্যিই জাস্টিন আর জেসিকা দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের মা-বাবা হয়েছেন কি না, তা নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা। এবার জানা গেল, 'যা রটে তার কিছু তো বটে!' এলেন ডিজেনারাসের শোতে জাস্টিন টিম্বারলেক জানালেন, বাড়িতে স্ত্রী আর দুই পুত্রকে রেখে এসেছেন। দ্বিতীয় সন্তানের বয়স পাঁচ মাস। সিলাস র‍্যান্ডাল নামে পাঁচ বছর বয়সী আরও এক ছেলে আছে তাঁর।

সন্তান জন্মের সুখবর দিয়ে এলেনকে এই তারকা বলেন, 'আমরা ওর নাম রেখেছি ফিনিয়েস। ও দুর্দান্ত। খুব মিষ্টি হয়েছে। তবে সে ঘুমায় না। নিজেও ঘুমায় না আর কাউকে ঘুমাতেও দেয় না। সব মিলিয়ে ওকে পেয়ে আমরা খুবই খুশি। আমার প্রথম ছেলে বড় ভাই হওয়ায় খুশিতে লাফাচ্ছে। সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমি এখন দুই পুত্রের সুখী পিতা।'

ফিনিয়েস হিব্রু শব্দ। এর অর্থ দৈববাণী, বিজ্ঞ ব্যক্তি বা ভবিষ্যকথক। পাঁচ বছর প্রেমের পর ২০১২ সালে ইতালিতে বিয়ে করেন জাস্টিন টিম্বারলেক ও জেসিকা বিয়েল। ২০১৫ সালের এপ্রিলে জন্ম নেয় তাঁদের প্রথম সন্তান। সেই খবরও জাস্টিন দিয়েছিলেন এই শোতে এসেই। তবে কোনো ছেলেরই জন্মের তারিখ জানা যায়নি।

'ক্রাই মি আ রিভার', 'রক ইয়োর বডি' দুবার গ্র্যামিজয়ী ৩৯ বছর বয়সী জাস্টিনের জনপ্রিয় গান। অন্যদিকে জেসিকা 'দ্য ইলিউশনিস্ট', 'ভ্যালেন্টাইনস ডে', 'হিচকক' ছবির জন্য বিখ্যাত।

শুক্রবার আগরতলায় ছাটাইকৃত কর্মীরা গণ ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

পিতৃস্মৃতি : অনিত বসু পাফের চোখে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : "প্রকৃত অর্থেই বাবা ছিলেন কমিউনিস্ট। জাত-পাত বা সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্দ্ধে তাঁর অবস্থান। যে সময়টায় উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম হয়ে উঠেছিল অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়, সেই জটিল পরিস্থিতিতে বাবা দেশের স্বাধীনতাকামী সবাইকে সাদরে কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। হিন্দু না মুসলিম এ প্রশ্ন করেননি কোনও পরিস্থিতিতে। এতকাল আগের এই উদারতার মর্ম আজ উপলব্ধি করা সত্যিই কষ্টকর।

পিতৃস্মৃতির কথা বলছিলেন অনিতা। অবিভক্ত বাংলার তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একমাত্র কন্যা অনিত বসু পাফ। অষ্ট্রিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি নামী প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পর বেশ ক'বছর শিক্ষকতা করেছেন মিশিগান, ডেট্রয়েটে ওয়েন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭১ সালে আউগসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন অর্থনীতির অধ্যাপিকা হিসাবে। ডজনখানেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শদাতা হিসাবে জড়িত ছিলেন। এখন বয়স ৭৯।

আউগসবুর্গে তাঁর সুদৃশ্য বাড়িতে সাক্ষাৎকারে অনিতা বলেছিলেন অনেক কথা। বছরখানেক ব্যবধানে দ্বিতীয় দেখা পেলাম জার্মানির বন-এ ভারতীয় দূতাবাসে ও জার্মান ভারত সংস্থার (ডয়েটশে ইন্ডিশে গেডালশাফট) ডাকা এক উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে। আজাদ হিন্দ ফৌজ (আইএনএ)-র বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ডাকা ওই সম্মেলনে তিনি গিয়েছিলেন স্বামী মার্টিনকে নিয়ে। মার্টিনও একজন ভারতপ্রেমী, জার্মানির প্রভাবশালী দল এসপিডি-র দাপুটে নেতা।

সুভাষচন্দ্র বা তাঁর অসাধারণ দেশপ্রেমী, বিদ্রোহী চরিত্র, অপরিসীম আত্মত্যাগ নিয়ে আজ পর্যন্ত যত লেখালেখি হয়েছে, সমগ্র উপমহাদেশে অন্য যে কারও ক্ষেত্রে তার তুলনা পাওয়া ভার। অনিতা নিজে ওই প্রতিবাদ বা হামলার নিন্দা করেননি। সমর্থন অবশ্যই করেননি। বুঝেছেন, আবেগতাড়িত কিছু লোককে দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছেন কিছু অতি বুদ্ধিমান লোক।

তিনি যে আদপেই আবেগতাড়িত নন, এই প্রতিবেদককে অনিতা তা স্পষ্ট জানিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর বিষয়টি নিছকই কি অপপ্রচার? তাঁর মতে, তথাকথিত দুর্ঘটনাটি এমন একটা ডামাডোলের সময়ে হয়েছিল, যখন জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায় চলছে। ঠিক পরদিন মার্কিন ফৌজ হানা দিল উত্তর তাইওয়ানে। আমি এ সম্পর্কে অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। আমার মা, বা কাকা-সহ অনেকে ওই দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যুর খবর মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের ধারণার সঙ্গে আবেগ মিশে থাকতে পারে। নেতাজির তথাকথিত শেষ সময়টা নিয়ে নানারকম গুজবের কথাও শোনা গিয়েছে। কোনওটির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার যথেষ্ঠ প্রমাণ আমি পাইনি।"

অনেকের ধারণা, সুভাষচন্দ্রের জীবনের শেষ সময়টা কেটেছে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের এক কারাগারে। মিত্রশক্তির অন্যতম শরিক ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু সে দেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সত্যি কি এই রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া যেত না? উত্তরে অনিতা জানান, "রুশ সরকার যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল মহাফেজখানা থেকে বার করে সমীক্ষা করাতে পারেন, তাহলে এ বিষয়ে কিছু তথ্য মিলতে পারে। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের অবকাশ ছিল রুশ সরকারের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলার। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ভারত সরকারের এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল।"

কাজটা যে খুব একটা সহজ নয়, এ কথাও জানিয়েছিলেন অনিতা। তাঁর কথায়, ভারত সরকার এতকাল বাদে কেন এ নিয়ে উদ্যোগী হবে? তাঁদের স্বার্থ কোথায়? রুশ ভাষা ভাল জানেন এমন কোনও সুভাষপ্রেমীকে সেখানে গবেষণার জন্য পাঠাতে হত।" নেতাজির সংগ্রামী জীবনে জার্মানির ভূমিকার কথা নানা সময়ে অনেকে লিখেছেন। সুভাষচন্দ্রের জার্মানিতে আসার সময় এখানে এক আমলা ছিলেন আলেকজান্ডার রেথ। 'নেতাজি ইন জার্মানি' বইতে তিনি লিখেছেন, "অন এইটিন্থ মার্চ নাইন্টিন ফর্টিওয়ান, নেতাজি কন্টিনিউড অন হিজ রুট টু মস্কো ভায়া বোখরা অ্যান্ড সমরখন্দ। নেতাজি লেফট মস্কো বাই প্লেন অন মার্চ টোয়েন্টিএইট, নাইন্টিন ফর্টিওয়ান। দি সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিড নট হিন্ডার নেতাজি ক্রশিং হার টেরিটরি অন হিজ ওয়ে টু বার্লিন, হোয়ার হি এরাইভ এপ্রিল নাইন্টিন ফর্টিওয়ান।"

বইটিতে তিনি জার্মানিতে সুভাষচন্দ্রের কর্মকান্ডের অনেকটা লিখেছেন। এর আগে ১৯৬৯-এ তিনি নেতাজি ভবনে এনিয়ে বক্তৃতা দেন। আমি অনিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হিটলারের সঙ্গে নেতাজির বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা নিয়ে নানারকম বিতর্ক হয়েছে। সে ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কী? অনিতার কথায়, "দেখুন একটা কথা আগে অনেকবার অনেকভাবে বলেছি, হিটলারের সঙ্গে নেতাজির সম্পর্কটা ছিল নিছকই দেওয়া নেওয়ার (গিভ অ্যান্ড টেক)। সে সময় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলারনীতিতে বিশ্বাস করেছিলেন বাবা। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন, শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। তিনি কখনও জার্মান শাসকদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করতে চাননি। তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রী, কোনওভাবে ফাসিস্ত বা নাৎসি নন। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন দেশপ্রেমিক, একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। বিচ্ছিন্নতাবাদী নন।"

অনিতার কথায়, "জার্মানির সঙ্গে ভারতের একটা দীর্ঘচালের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল। একসময়ে জার্মান শাসকরা ভেবেছিলেন, আফ্রিকার যুদ্ধে জিতে সেখান থেকে ব্রিটিশদের ওপর আক্রমণ হানবে। যাতে জার্মানদের জয় অনিবার্য হয়। শেষ পর্যন্ত ওই আক্রমণ আর হয়নি। হলে ইংরেজরা অবশ্যই চরম বিপাকে পড়ত। হয়ত ইতিহাস লেখা হত অন্যভাবে।'

বিজেপির দলীয় পতাকা ছেঁড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি,২২ জানুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির দলীয় পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ।শুক্রবার সকালে ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

বিজেপির অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বিরোধীরা তাদের পতাকা ছিঁড়ে পথের পাশে নালায় ফেলে দিয়েছে।এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন তারা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আদিবাসী বিক্ষোভে স্থগিত সিধু-কানুর মূর্তি উদ্বোধন

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : সিধু কানুর মূর্তি উন্মোচন ঘিরে বিতর্ক দেখা দিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বিক্ষোভের মুখে শুক্রবার উদ্বোধন স্থগিত হয়ে গেল।

পরাধীন ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন আদিবাসীরা। যা সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। আদিবাসীদের লড়াইকে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি দেন অনেকেই। সেই সময় প্রায় ৩৩ হাজার আদিবাসীকে হত্যা করেছিল ব্রিটিশরা। এই সাঁওতাল বিদ্রোহেরই নেতা ছিলেন সিধু ও কানহু। তাঁদের সম্মানে প্রতিবছর হুল পালন করেন আদিবাসীরা। স্রেফ পুরুলিয়াতেই নয়, উৎসব চলে দেশের সমস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়।

পান্ডুয়ার তিন্না দেশবন্ধু এলাকায় সিধু কানুর মূর্তির পুনর্নির্মাণ করা হয় সরকারিভাবে। শুক্রবার ছিল মূর্তির উদ্বোধন। সেখানেই পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাঁদের অভিযোগ, সিধু কানুর মূর্তি এখনও অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। তার মধ্যেই কেন সরকারিভাবে উদ্বোধন করা হল এই মূর্তি।

এদিনের উদ্বোধনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা। বিডিও সাথী চক্রবর্তীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান আদিবাসীরা। প্রতিবাদে প্ল্যাকার্ড হাতে বিডিওর নাম করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

আদিবাসী নেতা খোকন মান্ডি বলেন, """সরকারিভাবে এই মূর্তিকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে ঠিকই। তবে এখনও মূর্তির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। তীর-ধনুক বাকি রয়েছে। আরও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ করে আমরা উদ্বোধন করতে বলেছিলাম। এতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের অপমান করা হয়েছে। সেই কারণে আমরা ক্ষোভ জানিয়েছি।""""

আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের মুখে পড়ে আপাতত ঢাকা দেওয়া হয় মূর্তিটি। ঠিক হয়েছে রবিবার নতুন করে আবার সিধু কানুর মূর্তির উদ্বোধন করা হবে।

২০১৫ সালে আদিবাসী নেতা সিধু-কানুর মূর্তি বসানো হয়েছিলো তিন্না গ্রামে। এবছর ৩০ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত হুল ইৎসব পালিত হয় পুরুলিয়াতে। মানবাজারের কাতলা গোড়া গ্রামে স্থানীয় একটি হাইস্কুলের সামনে সিধু-কানহু মূর্তি ছিল। হুল উৎসবের শেষ দিনে রাতে সেই মূর্তি দুষ্কৃতীরা ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। নতুন করে নির্মাণ করে আজ সেই মূর্তি উদ্বোধন করতে যান রাজ্যের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। ছিলেন জেলার একাধিক তৃণমূল নেতা ও প্রশাসনের কর্তারা। কিন্তু বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় আর সে কাজ এগোয়নি।

এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চম্পা হাজরা বলেন, """কে বা কারা কী বলছে জানি না। তবে মূর্তির যা কাজ হয়েছে সঠিক ভাবেই হয়েছে। যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমাদের অনেক সদস্য আছেন যাঁরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁরাও যদি বলেন তবে ঠিক করা হবে। হয়তো ওনাদের অন্য কোনও দলের লোকজন মদত দিচ্ছে।

কংগ্রেসের তফশিলি সেলের সভায় স্থানীয় নেতা বিশ্বজিৎকে কাটিগড়ায় মনোনয়ন প্রদানের দাবি

কালাইন (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তফশিলি সেলের সভায় স্থানীয় নেতা বিশ্বজিৎ মালাকারকে কাটিগড়ায় মনোনয়ন প্রদানের দাবি তুলেছেন কালাইনে অনুষ্ঠিত দলের সক্রিয় কর্মীরা। তাঁদের দাবি আসন্ন নির্বাচনে কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিশ্বজিৎ মালাকারকে কংগ্রেসের টিকিট দিলে জয় অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বজিৎ মালাকারের নেতৃত্বের যোগ্যতার নিরিখে তাঁকে কাটিগড়ার ভূমিপুত্র হিসেবে অন্য টিকিট প্রত্যাশীদের তুলনায় অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন দলের তফশিলি কর্মী নেতারা। তাই তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের সার্বিক কল্যাণ তথা কাটিগড়ার সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিশ্বজিৎ মালাকারকে কংগ্রেসের টিকিট প্রদানের জোরালো দাবি জানিয়েছেন কালাইন ব্লক কংগ্রেসের তফশিলি জাতি (এসসি) সেলের কর্মকর্তারা।

শুক্রবার কালাইনের ভাটপাড়া ছড়ারপার গ্রামে কংগ্রেসের এসসি সেলের এক জরুরি সভায় দলীয় কর্মকর্তারা এই দাবিতে সরব হন। দলের এসসি বিভাগের কালাইন ব্লকের চেয়ারম্যান মিলন রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় কংগ্রেস কর্মীরা তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরে সে-সবের সমাধানে স্থানীয় ভূমিপুত্র হিসেবে পূর্ব কাটিগড়ার প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ মালাকারকে কংগ্রেসের টিকিট প্রদানের দাবি জানানো হয়। মিলন রায় বলেন, ভোটের সময় এলে চিরাচরিত রীতিতেই তফশিলি জাতির বৃহৎ সংখ্যক ভোটারদের ব্যবহার করে আসছে প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল। সীমান্তবর্তী কাটিগড়া বিধানসভা এলাকায় ৬৫ হাজারের বেশি এসসি ভোটার রয়েছেন। অথচ বৃহৎ সংখ্যক ভোটার সংবলিত কাটিগড়ার বৃহৎ এই জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণে কোনও দলেরই মাথাব্যথা নেই।

ছড়ারপার গ্রামের গরিব অসহায় প্রবীণ ব্যক্তি মনোরঞ্জন দাসের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় মিলন রায় উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, মনোরঞ্জন দাসের বাসগৃহ পাকা হয়নি আজ পর্যন্ত। বর্তমান আধুনিক যুগেও কাটিগড়ার অধিকাংশ তফশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটেনি।

রাম মন্দির নির্মাণের নামে অর্থ সংগ্রহ ভুয়ো সংস্থার, ৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

পিলভিট, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশে রাম মন্দির নির্মাণের নামে অর্থ সংগ্রহের নামে প্রতারণা। ভুয়ো সংগঠন তৈরি করে নকল রসিদ দিয়ে রাম মন্দির নির্মাণের টাকা তোলার বিষয়টি জানতে পেরে পাঁচব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। জানা গেছে, পিলভিট জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি ওই পাঁচ জন ব্যক্তির নামে সানগারহি পুলিশ স্টেশনে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শুরু করা শ্রী রাম জন্মভূমি নিধি সমর্পণ অভিযানে দেশজুড়ে অর্থ সংগ্রহে নেমেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য লাগাতার প্রচার করা হচ্ছে। এর মাঝেই ভুয়ো সংগঠন তৈরি করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে রাম মন্দির তৈরির জন্য টাকা তোলার অভিযোগ উঠল পাঁচ ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের পিলভিট জেলায়। জানা গিয়েছে, পিলভিটের সানগারহি থানার অন্তর্গত কলা মন্দির এলাকার পাঁচ ব্যক্তি ভুয়ো একটি সংগঠন তৈরি করে নকল রসিদ দিয়ে টাকা তুলছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এরপরই পিলভিট জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি ওই পাঁচ জন ব্যক্তির নামে সানগারহি পুলিশ স্টেশনে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় জড়িত পাঁচ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় মামলা দায়ের করেছে সানগারহি থানার পুলিশ। তার ভিত্তি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

করোনার কারণে এবছরও বাতিল হতে পারে টোকিও অলিম্পিক

টোকিও, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনার কারণে এবছরও বাতিল হতে পারে টোকিও অলিম্পিক। যদিও সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে এই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এক গোপন বৈঠকে জাপান সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। যার ফলে এবারের সামার অলিম্পিক পুরোপুরি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

গত বছর করোনার কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল টোকিও অলিম্পিক। যা ১২৪ বছরের অলিম্পিক ইতিহাসে প্রথমবার। গত বছর, ৩০ মার্চ টোকিও অলিম্পিকের নয়া দিনক্ষণ ঘোষণা করেছিল আইওসি। জানানো হয়েছিল, ২০২১ সালের ২৩ জুলাই শুরু হবে অলিম্পিক। শেষ হবে ৮ আগস্ট। সঙ্গে এও বলা হয় যে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচিতে কোনও কাটছাঁট করা হবে না। কিন্তু করোনা যেভাবে বিশ্বজুড়ে দাপট দেখিয়ে চলেছে, তাতে নতুন করে তৈরি হয়েছে জটিলতা। সূচি অনুযায়ী, অলিম্পিক শুরু হতে আর বাকি মাস ছ'য়েক। সেই হিসেবে এমাস থেকেই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও জাপান সরকার করোনা ভীতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছে না। মেগা টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির কাজ এখনও বাকি। আসলে, জাপানের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সেদেশের ৮০ শতাংশ মানুষই চাইছেন না এবছর অলিম্পিক হোক। সরকারও তাই টুর্নামেন্ট বাতিল করার জন্য চাপে। আবার টুর্নামেন্ট বাতিল করলে মোটা অঙ্কের লোকসান। তাছাড়া আইওসি এখনও চায় অলিম্পিক হোক। সেইমতো প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। অলম্পিক বাতিল করতে হলে অলিম্পিক কমিটিকেও রাজি করাতে হবে জাপান সরকারকেই। এবছরও টোকিও অলিম্পিক বাতিল হলে ফের প্রায় এক দশক অপেক্ষা করতে হতে পারে জাপানকে। সেক্ষেত্রে ২০৩২ সালে ফের টোকিওতে বসতে পারে অলিম্পিক আসর।

মেঘালয়ের কয়লা খনিতে সংঘটিক দুর্ঘটনায় অসমের ছয় শ্রমিকের মৃত্যু, তাঁদের মধ্যে চারজন করিমগঞ্জের

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : মেঘালয়ের কয়লা খনিতে এক দুর্ঘটনায় অসমের ছয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন শ্রমিক করিমগঞ্জ জেলার বলে মেঘালয় সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে।

মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রিম্বই গ্রামের একটি কয়লা খাদানে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খনি থেকে শ্রমিকদের তুলে আনার মেশিনের একটি অংশ ভেঙে যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মেশিনের একটি অংশ ভেঙে প্রায় ১৫০ ফুট গভীরে চলে যায়। এতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক ছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল এখন পর্যন্ত মাত্র ছয় জন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে মেঘালয় সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে। নিহত উদ্ধারকৃত ছয় শ্রমিকের মধ্যে চার জনকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে।

নিহতদের মকবুল হুসেন, আলি হুসেন, দিলোয়ার হুসেন এবং জিলাল হুসেন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে দিলোয়ার হুসেনের বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাতাবাড়ি থানার জালালাবাদ গ্রামে বলে জানা গিয়েছে। পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড়ের জেলাশাসক ই খারমালকি জানিয়েছেন, স্থানীয় রিম্বর গ্রামের এক কয়লা খাদানে সংঘটিত দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শনাক্তকৃত মৃত শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজনের বাড়িতে ইতিমধ্যে খবর পাঠানো হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন জেলাশাসক ই খারমালকি।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ব জয়ন্তিয়া জেলার সান অঞ্চলের একটি কয়লা খাদানে সংঘটিত এক দুর্ঘটনায় অসমের ধুবড়ির ১৫ জন শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন। সেদিন সংলগ্ন লাইতেন নদীর জল হু হু করে কয়লা খাদানে ঢুকে পড়েছিল। সে সময় মাত্র পাঁচজন শ্রমিকের জীবন রক্ষা করা গেলেও, খনিতে আটকা পড়া অন্য ১০ জন শ্রমিকের খোঁজ চলছিল ২০১৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। আটকে পড়া শ্রমিকদের খোঁজে সন্ধান অভিযান চালাতে বিদেশ থেকেও উদ্ধারকারী দল এসেছিল। কিন্তু কোনও হাদিশ না পেয়ে উদ্ধার অভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১০ শ্রমিকের কোনও খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত, বৈশালী ডালমিয়াকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে মন্তব্য কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি স): নির্বাচনের আগেই শুক্রবার রাজ্যের বনমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে আজই দলবিরোধী কার্যকলাপের জেরে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হল বৈশালী ডালমিয়াকে। এবিষয়টিকে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত বলে নিজের প্রতিক্রিয়া দেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বৈশালী ডালমিয়াকে বহিষ্কার করা প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি যদি উইপোকা, ঘুনপোকা, ছাড়পোকা ধরতে আরম্ভ করেন তাহলে তাঁর রাজনীতিক অ, আ, ক, খ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে" ।এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ আরও বলেন, "এটি একটি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত। তিনি যা করছিলেন সেটা দলের শৃঙ্খলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এতদিন তাঁর প্রতি আস্থা রাখা হয়েছিল। তিনি দলের বিধায়ক ছিলেন। ভোটের মুখে এসে তিনি প্রকাশ্যে যেভাবে বিবৃতি দিচ্ছেন সেটা দলের কর্মীরা ও সমর্থকরা কেউই পছন্দ করছেন না। দলের পক্ষেও এটা ঠিক নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দল এই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছে। বৈশালী ডালমিয়া কোনও পুরনো দিনের কর্মী নন। তিনি কোনও গণ আন্দোলনের নেত্রী নন। তাঁর বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সেই সুযোগটি দিয়েছিলেন। তিনি যদি উইপোকা, ঘুনপোকা, ছাড়পোকা ধরতে আরম্ভ করেন তাহলে তাঁর রাজনীতিক অ, আ, ক, খ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তাঁর সমস্যা থাকলে আগেও বলতে পারতেন। যদি ক্ষমতা থাকে বালিতে তিনি বিজেপির হয়ে লড়ে দেখান"।

তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে টিম ইন্ডিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী মোদী

তেজপুর (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : তেজপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আজ শুক্রবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে টিম ইন্ডিয়ার ঢালাও প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে চারটি ম্যাচের বর্ডার-গাভাস্কার টেস্ট শৃঙ্খলায় ২-১-এ জয়ী হওয়ার পর দেশবাসী ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে। বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে অজিংক রাহান নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের উচ্চ প্রশংসা করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক এই বিজয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় দলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়া সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দল যাবতীয় প্রত্যাহ্বানের মোকাবিলা করে বিজয়ী হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের এত বেশি শোচনীয় পরিস্থিতেও কিন্তু আমাদের দল শক্ত হাতে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তী খেলায় বিজয়ী হয়েছে। মোদী বলেন, অস্ট্রেলিয়া সফরে ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখিন হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের খেলোয়াড়রা ম্যাচ রক্ষা করতে ময়দানে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের যুব খেলোয়াড় হতাশ না হয়ে মজবুত মানসিকতার সঙ্গে প্রত্যাহ্বানের সন্মুখীন হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, আজ মধ্য অসমের তেজপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১,২০০ জন ছাত্রছাত্রীকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্বোধন করে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন মন্তব্য করেন। তিনি এই মনোবল আঁকড়ে জীবনে এগিয়ে যেতে উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণ দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের আত্মনির্ভর ভারত গড়তে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানিয়েছেন।

রোনা আক্রান্ত জিনেদিন জিদান

মদ্রিদ, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হলেন রিয়াল মাদ্রিদ দলের হেড কোচ জিনেদিন জিদান। শুক্রবার ক্লাবের তরফ থেকে সরকারি বিবৃতিতেই একথা জানানো হয়েছে। আপাতত সেলফ আইসোলেশনে থাকবেন জিদান।

এদিন ক্লাবের থেকে সরকারি বিবৃতিতে শুধু বলা হয়েছে, দলের হেড কোচ জিনেদিন জিদানের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যদিও তাঁর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বিস্তারিত কোনও তথ্য সেখানে দেওয়া হয়নি। তাঁর শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দিয়েছিল নাকি তিনি উপসর্গহীন ছিলেন, সেব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি।শনিবার আলাভেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে রিয়েল মাদ্রিদের। সেই ম্যাচে দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না কোচ জিদান। এটা রিয়েল মাদ্রিদের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন অনেকে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ নিয়ে তৃণমূলের আক্রমণ করার পালা শুরু

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন রাজ্যের মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিতেই তৃণমূলের তরফে তাঁকে আক্রমণ করার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই তালিকায় যেমন আছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়রা তেমনিই রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শতাব্দী রায়ও। এই প্রসঙ্গে আবার দলের সাংসদ শতাব্দী রায় জানিয়েছেন, "অভিযোগ যতই যুক্তিযুক্ত হোক না, ভোটের আগে দল ছাড়া বা দলকে বিপদে ফেলা মানে গদ্দার, মীরজাফরের পোস্টারই পেতে হবে।" আবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক দাবি, "পুরমন্ত্রী ববি হাকিম আলোচনা জন্য ডেকেছিলেন, কিন্তু রাজীব কথা বলেননি।"

একই সুর সৌগত রায়ের গলায়। তিনি বলেন, "কোনও ক্ষোভ থাকলে সরাসরি নেত্রীকে জানাতে পারতেন। এভাবে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ বা ফেসবুক পোস্টের কোনও মানে নেই।" রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, "ভুল করলেন রাজীব।" রাজীবের পদত্যাগ প্রসঙ্গে এদিন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় কড়া সমালোচনা করেছেন।

এ দিন দুপুরে মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দিনকয়েক আগে ফেসবুক লাইভে এসেছিলেন তিনি। কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন। অবশেষে এ দিন রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিজোরামে আসাম রাইফেলস-এর অভিযান, উদ্ধার বহু আগ্নায়েস্ত্র

আইজল, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : মিজোরামে আসাম রাইফলস-এর সফল অভিযান। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বহু আগ্নেয়াস্ত্র। আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রাখার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন অভিযানকারীরা।

আসাম রাইফেলস-এর জনৈক আধিকারিকের কাছে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ শুক্রবার রাজ্যের চাম্পাই জেলার জুট এলাকার প্রত্যন্ত ঘন জঙ্গলের এক স্থানে অভিযান চালিয়ে বিরাট সাফল্য পেয়েছেন তাঁরা। আসাম রাইফলস-এর অভিযানে তিনটি একে ৫৬ রাইফেল, তিনটি খালি ম্যাগাজিন এবং ২.৩ লক্ষ মায়ানমারের টাকা উদ্ধার হয়েছে।

অফিসার জানান, বিশেষ সূত্রের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মিজোরাম আবগারি দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে আসাম রাইফেলস এই অভিযান সংগঠিত করেছিল। আসাম রাইফেলস-এর আধিকারিক বলেন, মায়ানমার এবং ভারতের মধ্যে অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে অভিযানকারী দল কর্তৃক অস্ত্রগুলি উদ্ধারের ঘটনা তাৎপর্য বহন করছে। এদিকে, সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থানের খবর পেয়ে মায়ানমার ভূখণ্ডে অবস্থানকারী অস্ত্র পাচারকারীরা পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

দুর্গাপুরে বিজেপির যুব মোর্চার স্বচ্ছ ভারত অভিযান

দুর্গাপুর, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): নেতাজীর জন্মদিনের আগে আবারও স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নামল শিল্পশহরে বিজেপির যুবমোর্চা। শুক্রবার দুর্গাপুর এমএএমসি এলাকায় একটি স্কুল প্রাঙ্গনে দুর্গাপুর এনটিএস মন্ডলের বিজেপির যুবমোর্চার কর্মী সদস্যরা ঝাঁটা হাতে সাফাই কাজ শুরু করে। গোটা স্কুল চত্বরে সাফাই করে। তারপর সেখান থেকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে মাস্ক বিলি করে। বিজেপির যুবমোর্চার এনটিএস মন্ডলের পক্ষে তরুন দাস বলেন,' করোনা আবহের জেরে স্কুল কলেজ বন্ধ। ফলে সাফাই কাজও বন্ধ। সম্প্রতি স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য পড়ুয়ারা স্কুলে আসছে। তাই স্কুলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

সোমবার কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : আগামী ২৫ জানুয়ারি দুপুর ১টার সময় মৌলালীর রামলীলা ময়দান থেকে পদযাত্রায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঠিক তখনই সামনে চলে এল কলকাতার রাজপথে নামতে চলেছেন তৃণমূলনেত্রী। রাজ্যের শিক্ষার স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ডাকে আয়োজিত হতে চলা এই মিছিল শেষ হবে ডোরিনা ক্রসিংয়ে। সেখানে সভায় বক্তব্য রাখতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেতাজির ১২৫ বছর স্মরণে অনুষ্ঠানে শনিবার কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩০শে বিজেপি-র একাধিক রাজনৈতিক সমাবেশে অংশ নিতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই অবস্থায় নির্বাচনের আগে হাওয়া অনেকটা বিজেপি-র অনুকূলে চলে যেতে পারে। তৃণমূলের ধারণা, তাঁদের নেত্রী পথে নামলে বিজেপি-র সেই হাওয়া অনেকটাই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

রাজিবের মন্ত্রিত্ব ছাড়ায় ব্যাথিত বিধানসভার স্পিকার

বারুইপুর, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য মন্ত্রীসভা থেকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন। আর তাঁর সেই মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তাফা দেওয়া নিয়ে যথেষ্ট ব্যথিত রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিন ২৪ পরগনার বারুইপুর বিশালক্ষ্মীতলা মাঠে একটি মেলার উদ্বোধনে এসে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " আমি অত্যন্ত ব্যাতিত, রাজীবের কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করিনি। রাজীবের পদত্যাগের কোন কারণ ছিল না। মন্ত্রীসভার এক পদ থেকে অন্য পদে সরানো একটা রুটিং ট্রান্সফার। এটা নিয়ে আহত হওয়ার কারণ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী রাজীবের উপর আস্থা রাখেন। তার বিধানসভার পারফরম্যান্স ভালো ছিল। বিশ্বাস করি রাজীব দল ছাড়বেন না।" এছাড়াও তিনি শোভন বৈশাখিকে নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "কেও যদি স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে মিটিং মিছিল করে এটা মানুষের কাছে খারাপ বার্তা যায়। মানুষ এটাকে ভালো ভাবে নিচ্ছে না।" অন্যদিকে আব্বাস সিদ্দিকির নতুন দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট মুসলিম ভোট ভাঙতে পারবে না বলেও তিনি দাবি করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইঞ্জিন চলবেই, রাজীবের পদত্যাগ প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : 'কী কারণে যান ও কী কারণে থাকেন তাঁরাই বলতে পারবেন।" শুক্রবার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন তৃণমূলের শীর্ষনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা প্রসঙ্গে তৃণমূলের মহাসচিব বলেন, "বিজেপির পুরনো নেতারা এখন কোথায়? যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে পারল না দলের প্রতি আনুগত্য দেখাতে পারল না, যাঁরা ক্ষমতা ভোগ করল, তাঁদের নিয়ে বিজেপি এখন দল গঠন করে পরিবর্তন চাইছে। এমনি হেরে বসে আছে। এরাজ্যে বিজেপির অবস্থা এমনই যে, ভাড়া করা প্লেয়ারদের দিয়ে তাদের চালাতে হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিরাট ইঞ্জিন। কোন স্টেশনে কে নামল সেটা বড় কথা নয়। ইঞ্জিন চলবেই।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তিনদিনের বাস ধর্মঘট নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হাই কোর্টে

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : দুর্গাপুজো, কালীপুজো, গঙ্গাসাগর নিয়ে জনস্বার্থ মামলার পরে এবার বাস ধর্মঘটের বিরোধিতায় হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা।

পেট্রল ও ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে টানা ৭২ ঘণ্টা বাস-মিনিবাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ৫টি বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন। আগামী ২৮, ২৯ এবং ৩০ জানুয়ারি পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই ৫টি বাস মালিকদের সংগঠন। কিন্তু এবার সেই ধর্মঘটের বিরোধিতায় দায়ের হল মামলা, যা কেউ কল্পনাতেও ভাবেননি।

মামলা দায়ের করলেন এক আইনজীবী। মামলা গৃহীত হলে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকেই এই মামলার শুনানী হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, হাইকোর্ট কখনই বাস ধর্মঘটের স্বপক্ষে কোনও রায় দেবে না। তাই চলতি মাসের শেষ দিকে যে বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ৫টি বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন তাতে সম্ভবত দাঁড়ি পড়তে চলেছে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে ভাড়া বাড়ানো নিয়ে কোনও নির্দেশ দিতে পারে কলকাতা হাইকোর্ট।

এর আগে এই রাজ্যে একাধিকবার এই রকম নানা দাবিদাওয়ার দাবিতে বাস বন্ধ করে ধর্মঘটের পথে হেঁটেছেন বাস মালিকদের সংগঠনগুলি। তার জেরে আমজনতাকে ভোগান্তির মধ্যেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু আর আগে তা নিয়ে কেউ কোনও জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেননি কলকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু এবার সেই মামলা দায়ের হয়েছে।

এবারে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে পাঁচটি পরিবহণ সংগঠনের যৌথ মঞ্চের তরফে। ডিজেলের উপর থেকে কেন্দ্র অন্য সব কর ও সেজ তুলে নিলে জিএসটি বসিয়ে দিক, তাতে ডিজেলের দাম অনেকটাই কমবে, এমনটাই দাবি ওই মঞ্চের। সঙ্গে আছে বাস ভাড়া বাড়ানোর দাবি।

ফের বিধানসভা অধিবেশন ডাকার দাবি সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : আবার বিধানসভা অধিবেশন ডাকার দাবি করলেন সুজন চক্রবর্তী।

গত ডিসেম্বর মাসেই বামশাসিত রাজ্য কেরলে বিধানসভার অধিবেশন ডেকে কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরোধী আইন পাশ হয়েছে। এর পর এ রাজ্যে এই নিয়ে সপ্তমবার বিধানসভার অধিবেশন ডাকার দাবি তুললেন সুজনবাবু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিক চিঠি দিয়েছে কংগ্রেস ও বাম। দুই বিরোধী দলের অভিযোগ, করোনা আবহের মধ্যেই মানুষ স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। অফিস কাছারি, বাজার, হোটেল রেস্টুরেন্ট খোলা। অথচ রাজ্য সরকার বিধানসভার অধিবেশন বসাতে নারাজ। এইভাবে সরকার জনপ্রতিনিধিদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। শুক্রবার সুজনবাবু টুইটে লেখেন, "রাজ্য বিধানসভা অধিবেশন অন্তত দু'সপ্তাহের জন্য হোক। সংসদ হলে, বিধানসভা নয় কেন? জনস্বার্থেই জরুরী।। রাজ্যের আইনব্যবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি, যুবকের কাজ, পরিযায়ী শ্রমিক, অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী, শিক্ষার হাল নানান জরুরী বিষয়।। গত এক বছর সব আলোচনা বন্ধ। সরকার এড়িয়ে যাচ্ছে কেন??'

প্রহরগোনা শুরু শনিবার মোদীর দুই অনুষ্ঠানস্থলে

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রহরগোনা শুরু হয়েছে মোদীর দুই অনুষ্ঠানস্থলে।

১৮৯৭ থেকে ২০২১। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী। ওইদিন দু'টি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক সূত্রে খবর, কাল দুপুর সাড়ে তিনটেয় বিমানে কলকাতা পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে যাবেন রেস কোর্সে। রেস কোর্স থেকে যাবেন জাতীয় গ্রন্থাগারে। জাতীয় গ্রন্থাগারে নেতাজিকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন নরেন্দ্র মোদী। বিকেল ৪টে ২৮-এ প্রধানমন্ত্রীর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পৌছনোর কথা। সেখানে ২টি গ্যালারির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। নেতাজির ১২৫টি ছবি সম্বলিত 'নির্ভীক সুভাষ' নামে স্থায়ী একটি গ্যালারি ও অন্যান্য বিপ্লবীদের নিয়ে 'বিপ্লবী ভারত' গ্যালারির উদ্বোধন করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। উদ্বোধনের পরের দিন থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে দুটি গ্যালারির দ্বার।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেড় ঘণ্টা থাকার কথা প্রধানমন্ত্রীর। বিকেল ৫টা ৪৬-এ ভাষণ দেবেন তিনি। শনিবার ভিক্টোরিয়ায় আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। সেই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ঊষা উত্থুপ, পাপন, সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিত সহ বহু শিল্পী।সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১২৫টি স্কুলের পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে অংশ নেবে নেতাজির বেশে। ওইদিন রাতেই দিল্লি উড়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী।

গোটা তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে, রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ সুজন চক্রবর্তীব

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি স): মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বনমন্ত্রী ইস্তফা দেওয়ার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে চাপানউতর। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে এক হাত নিয়ে "বেসুরো গোটা দলটাই, সুর-তাল কিছুই নেই, গোটা তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে" কটাক্ষ বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীর।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, "একমাসে তিন জন পদত্যাগ করল! এটা কী হচ্ছে? গোটা তৃণমূল দলটা বেসুরো"।

যদিও অন্যদিকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, " কী কারণে যান ও কী কারণে থাকেন তাঁরাই বলতে পারবেন। বিজেপির পুরনো নেতারা এখন কোথায়? যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে পারল না দলের প্রতি আনুগত্য দেখাতে পারল না, যাঁরা ক্ষমতা ভোগ করল, তাঁদের নিয়ে বিজেপি এখন দল গঠন করে পরিবর্তন চাইছে। এমনি হেরে বসে আছে। এরাজ্যে বিজেপির অবস্থা এমনই যে, ভাড়া করা প্লেয়ারদের দিয়ে তাদের চালাতে হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিরাট ইঞ্জিন। কোন স্টেশনে কে নামল সেটা বড় কথা নয়। ইঞ্জিন চলবেই"।

নবজাতকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ব্যপক উত্তেজনা

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : চিকিৎসায় গাফিলতিতে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ব্যপক উত্তেজনা ছড়াল। এদিন রোগীর পরিবারের তরফে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখানো হয়। একইসঙ্গে এদিন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা না পেয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাতেও আরও উত্তেজনা ছড়ায়। এমনকি হাসপাতালের চিকিৎসকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি, ফাঁসিদেওয়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরুণাভ দাসকেও বিক্ষোভ দেখান উত্তেজিত জনতা। অরুণাভ দাস বলেন, 'বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'রোগীর পরিবার সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ফাঁসিদেওয়া দাস পাড়ার বাসিন্দা ২৮ বছর বয়সি শিউলি সাহা নামে এক গৃহবধূকে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অসমাপ্ত আবাসনে বসছে মদ-গাঁজার ঠেক, দুর্গাপুরে বস্তি উন্নয়নের গৃহ নির্মাণ বিঁশ বাঁও জলে

দুর্গাপুর, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : স্মার্ট সিটির দৌঁড়ে ব্যাস্ত। অথচ শহরের বস্তিবাসীর গৃহ নির্মান বিশ বাঁও জলে। অসমাপ্ত সরকারি প্রকল্পের গৃহ নির্মাণ। আর তাতে দিবারাত্রি বসছে মদ জুয়ার আসর। প্রশ্ন উঠেছে পুরসভার বস্তি উন্নয়নের সদিচ্ছার ওপর। ক্ষোভের পাশাপাশি নির্বাচনের আগে সরগরম শিল্পশহরের রাজনীতি।

দুর্গাপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবীনপল্লী এলাকায়। বছর দশেক সার্ভে হয়। সেই মত বস্তি উন্নয়নে সরকারি প্রকল্পে গৃহ নির্মাণ। সার্ভে অনুযায়ী ৪০৮ টি পরিবারের জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। কয়েক একর জমির ওপর দ্বীতল টাওয়ারে শুরু গৃহ নির্মাণ। বিল্ডিং তৈরী হয়। কিন্তু শেষ মুহুর্তের দরজা, জানলা, বিদ্যুৎ সংযোগ কাজ এক প্রকার বন্ধ। আর তার জেরে থমকে ওই এলাকার বস্তিবাসীদের গৃহ হস্তান্তর। সরকারি প্রকল্পে তৈরী হওয়া বহুতল আবাসনগুলি দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী"কে হস্তান্তর না করায় বাড়ছে ক্ষোভ। অভিযোগ, তৈরী হয়ে পড়ে থাকা নতুন আবাসনে দিনরাত চলছে সমাজ বিরোধীদের আড্ডা। বসছে মদ-গাঁজা সহ জুয়ার ঠেক। পাশাপাশি আবাসন গুলির ভেতরে ও ছাদে তৈরী হয়েছে বহিরাগতদের মলমূত্রত্যাগের নতুন ঠিকানা। বাড়ছে দখলদারিও বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসন"কে তাঁদের আবাসন গুলি হস্তান্তর করতে হবে।

প্রসঙ্গত, নবীনপল্লী এলাকায় সরকারি জায়গায় দীর্ঘদিনের পুরোনা বসতি রয়েছে। ওই এলাকায় প্রায় এক হাজার মানুষের বসবাস। সকলেই দিনমজুর। প্রত্যেকের বাড়িঘর মাটির ও দরমার তৈরী। দুর্গাপুর পুরসভার পক্ষ থেকে ওই এলাকার হত দরিদ্র পরিবার গুলি"কে সরকারি আবাসন প্রকল্পের আওতাধীনে নিয়ে আসা হয়। এলাকাবাসীরা বলেন, ' ওই নতুন এলাকায় কংক্রিটের রাস্তাও হয়ে গিয়েছে। আবাসন গুলিরও কাজ প্রায় শেষের মুখে। এর মধ্যে তৈরী হয়ে ওঠা আবাসন গুলি কয়েক বছর খালি পড়ে থাকায় আবাসন গুলির কংক্রিট ভেঙে পড়ছে। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। এছাড়াও তার ভেতর অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে রমরমিয়ে। আমরা বর্তমানে যে বাড়িঘরে বসবাস করি সেগুলিরও বেহাল দশা। বর্ষায় বাড়ির চাল থেকে বৃষ্টি জল বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে। নতুন আবাসন পাশেই তৈরী হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা আশা করে আছি এই হয়তো আমাদের হস্থান্তর করবে প্রশাসন। কিন্তু কয়েক বছর পার হয়ে গেলেও কোনও উদ্যোগ দেখছি না। অনেকের বাড়িঘর একদম ভেঙে পড়েছে।'

বাসিন্দাদের দাবি, ' যে আবাসন গুলি তৈরী হয়ে গিয়েছে, সেগুলি আপাতত এলাকাবাসী"কে দিয়ে দেওয়া হোক। তাতে ওই এলাকার পরিবেশ ভালো থাকবে। আমরাও দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে রেহাই পাবো।'

স্থানীয় বিজেপিকর্মী রাজীব ব্যানার্জী বলেন,' বস্তি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি রূপায়ন হয়। কিন্তু বর্তমানের পুরবোর্ডের সদিচ্ছা ও পরিকল্পনার অভাবে বস্তি উন্নয়ন থমকে। সার্ভে অনুযায়ী বাড়ী তৈরী হয়। কিন্তু দ্রুত নির্মান না হওয়ায় ওইসব পরিবার সংখ্যায় বাড়ছে। ফলে বিগত দশ বছরে প্রায় দেড়'শ র ওপর পরিবার বেড়েছে। এবং সরকারি বাড়ী না পেলে বাড়তি পরিবারগুলো আবারও চালা ঘরে বসবাস করবে। এবং বস্তি একইভাবে বস্তিই থেকে যাবে। বস্তি উন্নয়নে তৃণমূল সরকার সম্পুর্ন ব্যার্থ। আগামী নির্বাচনে মানুষ তার জবাব দেবে। ' সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন,' ২০১৭ সালের পর গরীব মানুষদের নতুন করে গৃহ প্রকল্প করতে পারেনি। দুর্নীতিগ্রস্ত নিকম্মা পুরবোর্ড যেরকম চলার, সেইরকমই চলছে।' যদিও দুর্গাপুর পুরসভার মেয়র দীলিপ অগস্তি বলেন, ' কয়েকদিন আগেই ওই আবাসনের কাজকর্মের খোঁজ নিয়েছি। ফিনিসিংয়ের কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে।

ভোটার তালিকায় নাম ৪-৫ লক্ষ রোহিঙ্গার, ফের অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : "বিএসএফ কী করে না করে আমরা জানি। সমস্ত সীমান্ত এলাকাই স্পর্শকাতর এলাকা।" শুক্রবারও ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে এই অভিযোগ করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

দিলীপবাবু বলেন, "বাংলাদেশ থেকেও লোক আসছে। এবারেও কমপক্ষে ৪-৫ লক্ষ বাংলাদেশ থেকে আসা রোহিঙ্গার নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনে সেটাও বলেছি'। তিনি বলেন, '২২ লাখ মানুষের ভোটার তালিকায় অন্তত ৪ লাখ অস্বাভাবিক ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা। এই বিষয়টা নিয়ে কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছি আমরা।'

এপ্রসঙ্গে তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে কটাক্ষ করে বলেন, 'দিশেহারা ঘোষ। এটা সবাই জানে যে ভোটার তালিকা তৈরি করে নির্বাচন কমিশন। এমন পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে মানুষের গণতন্ত্রের পক্ষে আস্থা বিঘ্নিত হয়।' একই ইস্যুতে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রতিক্রিয়া, 'ভোটার তালিকা নিয়ে আঙুল তোলা মানে তো নির্বাচন কমিশনের দিকে আঙুল তোলা। কারণ ভোটার তালিকা তো কমিশন তৈরি করেছেন।

বিশ্বভারতী প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ -এর অভিযোগ

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : বিশ্বভারতী প্রশাসনের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের প্রতিবাদে একটি স্মারকলিপি বিশ্বভারতীর উপাচার্য, ভিজিটর (রাষ্ট্রপতি), আচার্য (প্রধানমন্ত্রী), রেক্টরের (পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) কাছে পাঠানো হয়।

আবুটা-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানান, "রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের, আমাদের গর্বের বিশ্ব ভারতী আজ চরম সংকটের সম্মুখীন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শিক্ষক ও শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধিকার ও তার শিক্ষকদের শিক্ষার স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার চরম বিপন্ন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত বহিরাগত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষপ ডেকে আনছেন। ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার যে আবহ তাকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে তিনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। অন্যায়, অনৈতিক, বেআইনি সব পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেপরোয়াভাবে ভীতি প্রদর্শন, শো - কজ, ছাঁটাই, পদোন্নতি রদ, পদাবনতি, বেতন বন্ধ সহ হরেক রকমের পদক্ষেপ নিচ্ছেন। ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে তাদের সাসপেন্ড করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ সম্পূর্ন বিলুপ্ত।

বিশ্বভারতী বিশববিদ্যালয় প্রশাসনের শিক্ষা -স্বার্থ বিরোধী এবং শিক্ষক - শিক্ষাকর্মী - ছাত্রদের ওপর এহেন লাগাতার অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আজ 'আবুটা' ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। 'আবুটা'-র সঙ্গে অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ, এসটিইএ, বিপিটিএ, সিইউইইউ - এর মত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠন এই কর্মসূচীতে যৌথভাবে সামিল হয়। বিক্ষোভ পর্বে 'আবুটা'-র গৌতম মাইতি ছাড়াও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা তরুণ কান্তি নস্কর, অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের পক্ষে মানস জানা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিশ্বভারতী প্রশাসনের জারি করা একগুচ্ছ অগণতান্ত্রিক সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। বিক্ষোভ শেষে বিশ্বভারতী প্রশাসনের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের প্রতিবাদে একটি স্মারকলিপি বিশ্বভারতীর উপাচার্য, ভিজিটর (রাষ্ট্রপতি), আচার্য্য (প্রধানমন্ত্রী), রেক্টরের (পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) কাছে পাঠানো হয়। সমাবেশ থেকে একটি গণ কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

জয়পুরে কোমর্বিডিটিতে ভোগা ব্যক্তির মৃত্যুতে টিকার যোগ নেই : এআইএফআই

জয়পুর, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : জয়পুরে টিকা নেওয়ার পাঁচদিন পর মারা যান কোমর্বিডিটিতে ভোগা এক ব্যক্তি। বিষয়টি নিয়ে হইচই হতে অ্যাডভার্স ইভেন্ট ফলোয়িং ইম্যুনাইজেশন (এআইএফআই) কমিটি তদন্ত শুরু করে। তদন্তের পর কমিটি জানায়, মৃত্যুর সঙ্গে টিকার কোনও সম্পর্ক নেই।

জানা গেছে, গত ২১ জানুয়ারি রাজস্থানের গীতাঞ্জলী মেডিক্যাল কলেজে মারা যান সুরেশ চন্দ্র শর্মা নামে এক ব্যক্তি। প্রশাসনিক পদে থাকা ওই ব্যক্তিকে পাঁচদিন আগে কোভিড ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরই ভ্যাকসিনের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। এরপরই মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে এইএফআই।

তদন্তে জানা যায়, গত তিন বছর ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন সুরেশ শর্মা। তাঁর প্রবল উচ্চরক্তচাপ জনিত সমস্যাও ছিল। উচ্চরক্তচাপের কারণে ব্রেন হেমারেজ হয়। সেখান থেকে মৃত্যু ঘটে। তাই ভ্যাকসিনের ডোজের সঙ্গে মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানায় কমিটি। তদন্তের রিপোর্ট জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গোটা দেশের সঙ্গে রাজস্থানেও গত ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে করোনার টিকাকরণ। ১৯ জানুয়ারি অবধি রাজ্যের ৩২ হাজার ৩৭৯ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৯ হাজার ১৩১। এদিকে ভ্যাকসিন নেওয়ার পর অনেকের শরীরে কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। এখনও অবধি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কাছে ৪৪টি কেস এসেছে যাঁদের টিকা দেওয়ার পর শরীরে পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির ভাইসচেয়ারম্যান ক'ষ্ণ দেবরায়।

তেলিয়ামুড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

শুরু করেছে। এবং অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় শুক্রবার সুজিত সাহা কে জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করার কথা জানিয়েছে কর্তব্যরত চিকিৎসক। তবে পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সুজিত সাহা কে আগরতলার আই এল এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

ডেপুটেশন

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি দাবি জানিয়েছেন। মিড ডে মিল কর্মীদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তাদেরকে বছরে ১০ মাসের বেতন দেওয়া হচ্ছে। মিড ডে মিল কর্মীদের ১২ মাসের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে দাবি জানানো হয়েছে। সর্বোপরি প্রত্যেক প্রকল্প কর্মীকে মাসে নূন্যতম ২১ হাজার টাকা করে বেতন দেওয়ার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

হেপাজতে

● **প্রথম পাতার পর**

বিকালে আদালত জেল হেপাজতে থাকার নির্দেশ দেন। তার পক্ষে দুজন এডভোকেট বেইল পিটিশন করলেও আদালত না মঞ্জুর করে দেয়। শুক্রবার আদালতে তোলা হলে আদালত ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জেল হেপাজত থাকার নির্দেশ দেন।শুক্রবার পিসিসি সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস কে প্রাণঘাতী হামলা এবং গাড়ি ভাংচুর করার চারজন অভিযুক্তদের ১২ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

কারাদন্ড

● **প্রথম পাতার পর**

মিয়া, মজিদ মিয়া এবং সজল মিয়া-কে আদালত ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম সাজা দিয়েছে। সাথে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাবাসের রায় দিয়েছে আদালত। অরবিন্দবাবু বলেন, ৪ জন আসামির জরিমানার অর্থ মৃতের স্ত্রী-কে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাঁর কথায়, ওই মামলায় পশ্চিম আগরতলা থানার তদানীন্তন ওসি মিলন দত্ত তদন্তকার্য সামলেছিলেন।

এদিকে, রায় শোনার পর সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন শাহজাহানের মা মায়া রাণী বিবি। তবে, তিনি আরও তিনজনের বেকসুর খালাস হওয়ার ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, রবি খান, মুর্শিদ মিয়া এবং সৌভিক মিয়া ওই তিনজনও অপরাধী। তাদের মধ্যে রবি খান ঘটনার মূল কান্ডারি। সাথে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, আজ রায় ঘোষণার পর থেকেই আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ দোষী সাব্যস্ত জরিনা বেগম আমাদের খুনের হুমকি দিয়েছেন।

কর্মসূচি

● **প্রথম পাতার পর**

নেতাজী জন্মজয়ন্তীর পাশাপাশি এবছর সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবছর সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগরতলার আসাম রাইফেলস ময়দানে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেশ বৈস আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার ও পদক প্রদান। প্রজাতন্ত্র দিবসে সকালে সব সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল সাড়ে ৬টায় গান্ধীঘাটে গান্ধীবেদীতে মাল্যদান করে জাতির জনককে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হবে। সকাল সাড়ে ৭টায় ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সে নতুন মহাকরণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল সাড়ে ১০টায় হাসপাতালের রোগী, অনাথ আশ্রম, দুঃস্থ আবাসের আবাসিক এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। বিকাল ৪টায় পুরাতন রাজভবনে আয়োজন করা হয়েছে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় রবীন্দ্র কাননে হর্টিকালচার প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক উপজাতি লোকেনৃত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে। রাত সাড়ে ৮টায় মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে উপজাতি নেতৃবৃন্দের সাথে প্রীতি নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়েছে।

পুলিশকে

● **প্রথম পাতার পর**

চলেছে বলে ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। উল্লেখ্য গত কিছুদিন ধরেই রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সাধারন মানুষ জল তৃপ্ত আতঙ্কে রয়েছেন। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, বেশকিছুদিন ধরে রাজধানীর মহিলা মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন সড়কটি সংস্কারের কাজ চলছে। সুজিত পাল নামে এক ঠিকেদার এই কাজ করাচ্ছেন। প্রতিদিনের ন্যায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ও শ্রমিকরা কাজ শেষে রাস্তার পাশে রাস্তা সংস্কারে ব্যবহৃত রোলারটি রেখে চলে যায়। শুক্রবার সকালে শ্রমিকরা কাজ করতে এসে দেখতে পায় রোলারের ব্যাটারি, মোটার সহ কিছু যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে গেছে। খবর পেয়ে ঠিকেদার সুজিত পাল ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঠিকেদার সুজিত পাল জানান এই চুরির ঘটনায় ওনার ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অঙ্গন

কঠিন ভারত সফর, প্রথম দু'টি টেস্টের জন্য স্টোকস-আর্চারকে দলে ফেরাল ইংল্যান্ড

অস্ট্রেলিয়া সফর অতীত। এবার দেশের মাঠে জো রুটদের মুখোমুখি হতে হবে বিরাট কোহলিদের। ইতিমধ্যে প্রথম দু'টি টেস্টের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণাও করে দিয়েছে বিসিসিআই। একইভাবে এবার প্রথম দু' টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ডও। কঠিন ভারত সফরের আগে ইংল্যান্ড দলে এলেন দুই তারকা বেন স্টোকস এবং জোফ্রা আর্চার।

জানা গিয়েছে, প্রথম দু'টেস্টের জন্য দলের অধিনায়কত্ব করবেন জো রুট। শ্রীলঙ্কা সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হলেও, বিরাটদের বিরুদ্ধে ফিরলেন আর্চার ও স্টোকস। আর্চার ছাড়াও পেসারদের মধ্যে রয়েছেন ওলি স্টোন, ক্রিস ওকস ও স্টুয়ার্ট ব্রড। আবার স্টোকস ছাড়া তারকা অলরাউন্ডারদের মধ্যে সুযোগ পেয়েছেন মইন আলি। তবে ইংল্যান্ডের প্রথম দুই টেস্টে থাকলেন না জনি বেয়ারস্টো, স্যাম কুরান ও মার্ক উড। তিনজনকেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আপাতত টেস্ট সিরিজ খেলতে ব্যস্ত জো রুটরা। সেখান থেকে সোজা ভারতে আসবেন তাঁরা। প্রথম দুটো টেস্ট খেলা হবে চেন্নাইয়ে। পরের দুটো টেস্ট আমেদাবাদে। টেস্ট সিরিজের পরই আবার রয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজও। যার সবক'টা ম্যাচই হবে আমেদাবাদে। সবার শেষে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। সেই ম্যাচগুলো আয়োজিত হবে পুণেতে।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার থেকেও ভারত সফর অনেক বেশি কঠিন হতে চলেছে জো রুটদের জন্য। তাই অ্যাসেজের কথা না ভেবে বিরাটদের হারানোর ব্যাপারেই ইংল্যান্ড দলকে মনসংযোগ করার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড স্পিনার গ্রেম সোয়ান। এক সাক্ষাৎকারে ইংল্যান্ডের ভারত সফর প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, "ইংল্যান্ড সবসময় বলে, অ্যাসেজ আসছে। কিন্তু এই অস্ট্রেলিয়া এখন আর বিশ্বের সেরা দল নয়। হ্যাঁ, আগে ওঁরা দুরন্ত দল ছিল, কিন্তু এখন আর নয়। তবুও আমরা অস্ট্রেলিয়া নিয়েই সবসময় ভাবতে থাকি। অ্যাসেজের বাইরেও অন্য কিছু নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ভারতের মাটিতে ভারতকে হারানোই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২ সালে আমরাই ভারতকে হারিয়েছি, তারপর থেকে ভারতকে ওদের ঘরের মাঠে হারানো খুবই কঠিন।" এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, ২০১২ সালে কেভিন পিটারসেন যে পারফরম্যান্স করেছিলেন, এবারের সফরেও ইংল্যান্ডের হয়ে কাউকে সেরকম খেলতে হবে।

বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য উড়ে আসার পরই সিরাজদের সিডনি টেস্ট ছাড়তে বলেছিলেন আম্পায়ার!

অস্ট্রেলিয়া সফর অতীত। সামনে ইংল্যান্ড সিরিজ। ইতিমধ্যে দেশে ফিরেও এসেছে টিম ইন্ডিয়া। তবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। সিডনি টেস্টেই বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য শুনতে হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল ক্রিকেটবিশ্ব।

এবার সেই প্রসঙ্গেই বিস্ফোরক তথ্য ফাঁস করলেন মহম্মদ সিরাজ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, সিডনি টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছিলেন কয়েকজন অজি সমর্থক। সেই ঘটনার অভিযোগ জানানোর পরই আম্পায়াররা নাকি ভারতীয় দলকে বলেছিলেন, চাইলে রাহানেরা মাঠ ছেড়ে চলে যেতে পারেন। যদিও ভারত অধিনায়ক রাহানে জানিয়ে দেন, ভারত মাঠ ছেড়ে যাবে না। শুরুটা হয়েছিল সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিন থেকে। বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিংরত সিরাজদের উদ্দেশ্য করে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছিলেন কয়েকজন অজি সমর্থক। এরপর ভারতের তরফ থেকে সরকারিভাবে অভিযোগও জানান হয়। এরপর চতুর্থদিনও একই ঘটনা ঘটে। সেদিন ছ'জন সমর্থককে স্টেডিয়াম থেকে বেরও করে দেওয়া হয়। তখনই আম্পায়াররা ভারতীয় দলকে ওই কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে সিরাজ জানান, "আম্পায়াররা আমাদের বলেছিলেন, চাইলে আমরা খেলা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারি। যদিও রাহানে পালটা প্রশ্ন করে বলে, কেন আমরা বেরিয়ে যাব? আমরা ক্রিকেটকে সম্মান করি, আমরা এখানে খেলতে এসেছি।"

এদিকে, এদিন হায়দরাবাদে ফিরেই বাবার কবরের কাছে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন সিরাজ। আসলে অস্ট্রেলিয়া সফর চলাকালীনই তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 18/EE/PWD (R&B)/KMP/DIV/2020-21 Date: 19-01-2021

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD (R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD upto 3.00 P.M. on 17-02-2021 for the work : Constructiun of RCC drain from Salema Bazar (Near Salema Post Office) to Dhalai River under National Rurban Mission (NRuM)/ S.H: Earth Work, sand filling, PCC, RCC etc (Length considered- 900.00 Mtr).DNIT No. 24/DNIT/SE-V/AM B/2020-21 For details visit website htips://tripuratentlers.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to vwd.rb.kmadivision(a)gmail.com.

ICA/C-2887/21

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai Tripura.

জিদানকে নিয়ে দুঃসংবাদ জানাল রিয়াল

এতটুকু দেখেই হয়তো অনেক রিয়াল মাদ্রিদ ও জিনেদিন জিদান---ভক্তের পিলে চমকে গেছে। তবে কি গুঞ্জনটা সত্যি হয়েই গেল?

এ নিয়ে দ্বিতীয় দফায় রিয়াল মাদ্রিদের ডাগআউট সামলাচ্ছেন জিদান। দুই দফায় প্রায় সাড়ে চার বছরে খুব কম সময়ই গেছে যখন জিদানের চাকরি যাচ্ছে বলে গুঞ্জন ওঠেনি। তবে এবার গুঞ্জনটার মাত্রা, বিশ্বাসযোগ্যতা দুটিই বেশি ছিল। কিন্তু না, জিদান বরখাস্ত হননি। রিয়াল মাদ্রিদ আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জিদানকে নিয়ে অন্য একটি খবর দিয়েছে। সেটিও একই রকম মন খারাপ করে দেওয়ার মতো খবরই। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮ বছর বয়সী ফরাসি কিংবদন্তি। কোভিড-১৯ পরীক্ষায় তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। 'রিয়াল মাদ্রিদ জানাচ্ছে যে আমাদের কোচ জিনেদিন জিদান কোভিড-১৯ টেস্টে পজিটিভ হয়েছেন' ছোট্ট এক লাইনের একটা বিবৃতি। এটিও রিয়াল মাদ্রিদ—ভক্তদের মন খারাপ না করে পারে না। শুধু রিয়াল মাদ্রিদই কেন, ফুটবল ভক্তমাত্রই তো এ খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ার কথা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলনের দায়িত্বে ছিলেন জিদান, কিন্তু আজ শুক্রবার সকালে রিয়ালের অনুশীলনে ছিলেন না। নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে এখন অন্তত ১০ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। এরপর পরীক্ষায় নেগেটিভ হলেই কেবল দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন 'জিজু।'

বাংলাদেশ সময় আগামীকাল রাত দুইটায় লিগে আলাভেসের মাঠে রিয়ালের ম্যাচে ডাগআউটে জিদান থাকছেন না, এতটুকু নিশ্চিত। পরের শনিবার নিজেদের মাঠে লেভান্তের বিপক্ষে লিগের ম্যাচেও রিয়ালের ডাগআউটে তাঁকে দেখা না যাওয়ার সম্ভাবনা। সব ঠিক থাকলে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি লিগে উয়েস্কার মাঠে ম্যাচটিতে রিয়ালের ডাগআউটে ফিরবেন জিদান। তবে জিদানের শরীরে করোনার কোনো উপসর্গ আছে কি না, সেটি বিবৃতিতে জানায়নি রিয়াল।

এই মাসের শুরুর দিকেও একবার আইসোলেশনে গিয়েছিলেন জিদান। তখন জানা গিয়েছিল, ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি কিংবদন্তি মিডফিল্ডারের নিজের করোনা হয়নি, কিন্তু করোনা পজিটিভ এক ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে গিয়েছিলেন বলেই সতর্কতাবশত আইসোলেশনে যাওয়া। পরে পরীক্ষায় নেগেটিভ হলে আইসোলেশন থেকে বেরিয়ে আসেন জিদান। কিন্তু এবার পজিটিভ হয়েই আবার আইসোলেশনে যেতে হলো।

রিয়ালের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে তাঁর শারীরিক অবস্থার বর্ণনা না থাকলেও জিদানের সহকারী কোচ দাভিদ বেত্তোনি আজ শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে দিয়েছেন সর্বশেষ আপডেট, 'আজ সকালেই তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তিনি পুরোপুরি ঠিক আছেন।'

জিদানের করোনার খবরটা এমন সময়ে এল, যখন তাঁর ভবিষ্যৎ ঝুলছে সুতোয়। দলের সঙ্গে এ মুহূর্তে তাঁর থাকতে পারাই বেশি দরকার ছিল, অথচ এখনই দল থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে তাঁকে। দুদিন আগে স্প্যানিশ কাপে রিয়াল মাদ্রিদ লজ্জায় বিদায় নিয়েছে। শেষ ৩২-এ ২-১ গোলে হেরেছে স্পেনের তৃতীয় বিভাগের দল আলকয়ানোর কাছে। তা-ও ম্যাচটা গড়িয়েছে অতিরিক্ত সময়ে, সেখানে আলকয়ানো জয়সূচক গোলটা করার সময় তাদের খেলোয়াড় ছিল ১০ জন। ১১৫ মিনিটে আলকয়ানোর জয়সূচক গোলটা এসেছে, তার পাঁচ মিনিট আগেই তাদের একজন খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখে। অন্যদিকে রিয়ালের জার্সিতে তখন মাঠে ছিলেন ক্রুস, কাসেমিরো, হ্যাজার্ড, মার্সেলোরা!

তার দিন চারেক আগে স্প্যানিশ সুপারকাপের সেমিফাইনালে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে সেই টুর্নামেন্টে শিরোপা জেতার সুযোগ হারায় রিয়াল। তার আগে গত রোববার লিগে গোলশূন্য ড্র করেছে ওসাসুনার সঙ্গে। লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের তিনটিতেই পয়েন্ট হারিয়েছে রিয়ালদুটি ড্র, একটি হার।

সে কারণে আজ সংবাদ সম্মেলনে জিদান কী বলেন, সেটি নিয়ে আগ্রহ ছিল অনেক। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় জিদান সেই সংবাদ সম্মেলনে আসতেই পারেননি, তাঁর বদলে এসেছেন সহকারী কোচ দাভিদ বেত্তোনি।

আলকয়ানোর কাছে গত পরশুর হারের পর জিদানের চাকরি নিয়ে শঙ্কা পারদ চড়লেও সেদিনই পরে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানায়, এখনই জিদানকে ছাঁটাই করবে না রিয়াল। মৌসুমের শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের। অবশ্য এর মধ্যে রিয়ালের ফর্মে উন্নতি না এলে অন্য কথা। ফুটবলবিষয়ক ব্লগ ইএসপিএনও লিখেছে, মাদ্রিদ জিদানকে রাখতে চায়, জিদানেরও পদত্যাগ করার কোনো ইচ্ছা নেই।

তা যে নেই, সেটি অবশ্য পরশু ম্যাচের পরই বোঝা গিয়েছিল জিদানের কথায়। তাঁর চাকরি নিয়ে প্রশ্নেও ফরাসি কোচ বলেছিলেন, 'যা হবে দেখা যাবে।' চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তার এই চাপের সঙ্গে জিদান কীভাবে মানিয়ে নিচ্ছেন, সেটি নিয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয়েছিল বেত্তোনিকে। তাঁর কথায়ও বোঝা গেল, জিদান চাপমুক্তই রাখছেন নিজেকে, 'কোচ ফুটবল ভালোবাসেন। এই অসাধারণ ক্লাবে কোচিং করাতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবেন। সময়টা কঠিন যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর কষ্টটা এই মুহূর্তে আমাদের (দলের) সঙ্গে থাকতে পারছেন না বলে। কিন্তু তিনি বাসায় বসেই আমাদের সমর্থন করে যাবেন।'

চাকরির অনিশ্চয়তা জিদানের মনে ছাপ ফেলতে পারেনি বলেও জানালেন বেত্তোনি, 'প্রতিদিন সকালেই তাঁকে খুশি দেখি, মুখে হাসি থাকে তাঁর। অনুশীলন করানোর তাড়না থাকে। আমরা সবাই এভাবে চালিয়ে যেতে উন্মুখ। এই কাজটাকে আমরা ভালোবাসি, আর এখানে এই খেলোয়াড়দের সঙ্গে থাকতে পেরে আমরা সবাই-ই খুশি।'

আগামীকালের ম্যাচ নিয়েও রিয়ালকে ঘিরে আশা জানিয়ে রেখেছেন রিয়ালের সহকারী কোচ, 'আজ সকালে আমাদের অনুশীলন সেশনটা বেশ ভালো কেটেছে। আমরা সবাই একসঙ্গে জেতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, কাল সেটি কাজে প্রমাণ করার একটা সুযোগ আসছে আমাদের সামনে।

ভালো একটা ম্যাচ খেলার জন্য প্রস্তুত আমরা।'

তবে কালকের ম্যাচ তো নয়ই, আপাতত সামনের কয়েক ম্যাচেই তরুণ উরুগুইয়ান মিডফিল্ডার ফেদেরিকো ভালভার্দেকে পাচ্ছে না রিয়াল। জিদানের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরের পাশাপাশি আজ রিয়াল এটিও নিশ্চিত করেছে যে ভালভার্দে মাংসপেশির চোটে পড়েছেন, এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

Ref. Sabroom P.S. GDE No.12 18/01/2021

পাশের ছবিটি শ্রীমতি পুনম রায় (দেবনাথ) যার আনুমানিক বয়স ১৯ বৎসর, স্বামী- শ্রী পার্থ দেবনাথ, সাং-মানিকনগর, থানা - সাব্রুম, জেলা দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ - ফর্সা, পরাছিল চুরিদার। গত ১৬-০১-২০২১ ইং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩-২২২০৫২
৭৬২৮০০৭০৭৯

২) সাব্রুম থানা ঃ ফোন নম্বর - ৮৮৩৭৩৭৯১০১

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D/1327/21

PNIe-T No-30/PROCURE/EE/RD/BSGD/2020-21/ 6642, dated:20/01/2021

On- behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Bishramganj Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 06/02/2021 as per following OAT for details.

SL NO	NAME OF THE ITEM	ESTIMATED COST	EMD	TENDER FEE
1.	**Hiring of various permissible Machineries** like Plate rammers/Vibrating plate/Vibro/ Tractor with tripper attachment/3 wheel 80-100 KN Static roller/ Water Tanker 6KL capacity/ pump set/ Mixture machine (1/2 bag capacity) / Needle vibrator (25-40 mm dia) **for use in MGNREGA construction worksites of different Blocks under Sepahijala District.** DNIT NO: e-DT-2/MACH/EE/RD-BSGD/2020-21 dated:22/12/2020 (2nd call)	Rs 20,00,000.00	Rs 20,000.00	Rs 1000.00

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in.

[Er. Kajal Dey]
Executiv Engineer RD
Bishramganj Division
Sepahijala District

ICA/C-2900/21

UNIT NO: ePT41/EE/RD/KCP/DIV/2020-21/8591 DATED- 20/01/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, Tripura invites percentage rate e-tender (2 — COVER BID SYSTEM) from the eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 11.00 AM on 09.02.2021 for the following works:

SL	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	CONSTRUCTION OF SCIENCE LABORATORY AT ROWA HIGH SCHOOL, PANISAGAR RD BLOCK UNDER SAMAGRA SHIKSHA PROGRAMME DURING THE YEAR 2020-21. DNIT No.: eDT67/EE/RD/KCP/DIV/2020-21 dated 19.01.2021.	Rs. 1404125.00	Rs. 14041.00	06 (Six) Months
2	CONSTRUCTION OF SCIENCE LABORATORY AT PEKUCHERRA HIGH SCHOOL, PANISAGAR RD BLOCK UNDER SAMAGRA SHIKSHA PROGRAMME DURING THE YEAR 2020-21. DNIT No.: eDT68/EE/RD/KCP/DIV/2020-21 dated 19.01.2021.	Rs. 1404125.00	Rs. 14041.00	06 (Six) Months

Last Date for Document Downloading is n9.02.2021 up to 11.00 AM & Time and Date for Opening of Technical Bid is at 12.00 Noon on 09.02.2021. The Document Downloading and Bidding for participation in e-tender please go through website https://tripuratenders.gov.in. The class of bidders has to be appropriate class depending upon the estimated cost of the Work.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA/C-2894/2020-21

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের সিরিজ জয় শিক্ষণীয়, মন্তব্য নমোর

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ইতিমধ্যেই ইতিহাস গড়েছে ভারত। অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশে বিভিন্ন মহল থেকে এসেছে শুভেচ্ছা-বার্তা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-ও টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়াকে। শুক্রবার আবারও তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রাহানে ব্রিগেডের সাম্প্রতিক সাফল্যকে উদ্ধৃত করে প্রশংসা করেন তিনি। নরেন্দ্র মোদী বলেন, " অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের সাফল্যের থেকে আমরা একটা বিরাট শিক্ষা নিতে পারি। প্রথমে তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল ভারতীয় দল। প্রথম টেস্ট বাজেভাবে হেরে যায়। প্রথম টেস্টে হেরে গেলেও ক্রিকেটাররা মনে বিশ্বাস রেখেছিল যে তাঁরা জিতবে। আর এই মানসিক দৃঢ়তার কারণেই দ্বিতীয় টেস্ট থেকে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে ভারত এবং পরবর্তীতে কার্যত সিরিজ জেতে টিম ইন্ডিয়া। এটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একটি শিক্ষা। পিছিয়ে পড়েও জয় করার এক দারুণ অধ্যায়। আমাদের জীবনে প্রত্যেককেই ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আর তাতেই আসবে সাফল্য।"

এর আগে, সচিন তেন্ডুলকর টুইট করে জানিয়েছেন, " একটা কথা মনে রাখবে যদি কখনও জীবনে ৩৬ এর কম স্কোর কর, তাহলে সেখানেই জীবন শেষ হয়ে যায় না। বরং সেটা তোমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর সাফল্যের পর তাঁদের সঙ্গে সেলিব্রেট করতে ভুলে যেও না, যাঁরা সবথেকে খারাপ সময়ে তোমার পাশে ছিলেন!"

এছাড়া, বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-ও টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ভারতীয় দলকে। টুইটে তিনি লেখেন, "এক কথায় দুর্দান্ত জয়! অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে এভাবে টেস্ট সিরিজ জয় একেবারেই সহজ নয়। অস্ট্রেলিয়ায় এই সিরিজ জয় ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরদিনের মতো জায়গা করে নেবে। এই দুর্দান্ত জয়ের জন্য বিসিসিআই ভারতীয় দলকে ৫ কোটি টাকা বোনাস দিতে চলেছে। এই জয়ের গুরুত্ব সবকিছুর উর্ধ্বে! ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্যকে কুর্নিশ!"

অস্ট্রেলিয়ার আকাশে যেভাবে অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল বিজয়পতাকা উড়িয়েছে, তা অনেককেই নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে।

GOVERNMENT OF TRIPURA
DIRECTRATE OF HIGHER EDUCATION

No.F.1(2)-DHE/ESTT(G)/2014(L)

Advertisement

Applications are invited in plain paper from the bonafide Indian Nationals for empanelment of Contractual Lecturer against 40 (forty) vacant posts of Lecturer, Diploma Level Technical Institutions in Tripura with a consolidated remuneration of Rs.20,000/- (Twenty thousand) per month for a period of six (06) months OR the date of direct recruitment in the said vacant posts, whichever is earlier from the date $ of the publication of this advertisement. Branch-wise vacancies are as follows:-

SL No	Name of the subject/ discipline	Total
1.	Civil Engineering	08
2.	Mechanical Engineering	01
3.	Electronics & Telecommunication Engineering	03
4.	Electrical Engineering	04
5	Computer Science Technology	04
6	Architectural Assistantship	01
7	Food Processing Technology	01
8	Mathematics	05
9	Physics	03
10	Chemistry	02
11	English	04
12	Management	04
	TOTAL:	40

2. (i) ESSENTIAL QUALIFICATIONS FOR ENGINEERING BRANCHES A minimum of Bachelor's Degree or higher in Engineering/ Technology in the relevant branch with First Class or equivalent from AICTE approved Institution.
(ii) ESSENTIAL QUALIFICATION FOR SCIENCE & HUMANITIES BRANCHES
A minimum of First Class Master'sjiDegree in appropriate subject with First Class or equivalent at Bachelor's or Master's level from UGC affiliated Universities.
(iii) ESSENTIAL QUALIFICATION FOR MANAGEMENT BRANCHES A minimum of First Class in Mo,ters Degree in *Business Administration or equivalent from AICTE/UGC affiliated Universities.
3. The selection of suitable candidates shall be made on merit basis as per the API score of the particular discipline observing the reservation status followed by the State Government. The format of application will be available in the website www.highereducation.tripura.gov.in of the Higher Education Department, Tripura.
4. The willing candidates having prescribed qualifications as mentioned at Para-2 above are requested to apply in the format provided in the website mentioned in Para-3, along with one recent passport-size photo including self attested educational qualification certificates (Madhyamik onwards), SC/ST certificate, PRTC and Aadhaar Card latest by 10th February, 2021 in all working days from 11 am to 04.

ICA/D-1331/2020-21

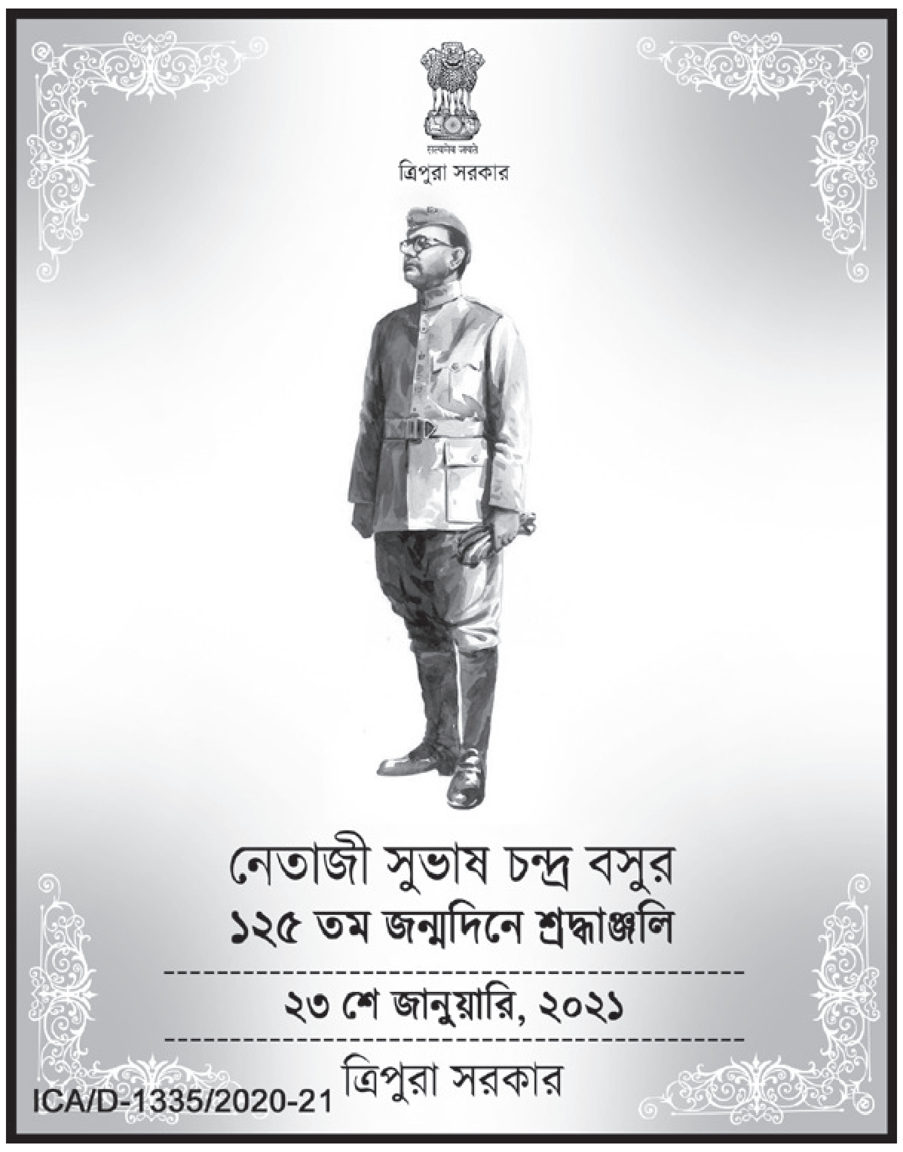

শুক্রবার বানী বিদ্যাপীঠ স্কুলে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের মধ্যে বাই সাইকেল বিতরণ করেন টিআরটিসির চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার। ছবি-নিজস্ব।

দশদা ব্লকের উন্নয়ন কাজ নিয়ে পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। আজ দশদা ব্লকের কনফারেন্স হলে দশদা ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে এক বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিডিও সৈকত সাহা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটির পঞ্চায়েত সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় দশদা বিএসি-র চেয়ারম্যান জিরেন্দ্র রিয়াংও উপস্থিত ছিলেন। সভায় দশদার বিডিও সৈকত সাহা জানান, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত দশদা ব্লকে এমজিএন রেগা প্রকল্পে মোট ৭ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪০ টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে দশদা ব্লকের এখন পর্যন্ত ১৭১টি পরিবারকে পাকা গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের আধিকারিক জানান যে, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে ব্লকের ১,৪৬৭টি পরিবারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিসত পানীয় জল সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সভায় উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি. সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গৃহীত সমস্ত কাজগুলি দ্রুত শেষ করতে দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এছাড়াও সভায় জলসম্পদ, গ্রাম উন্নয়ন, বন, মৎস্য দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

রাষ্ট্রীয় পোষণ অভিযানে এল পি জি সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ অমরপুর নগর পঞ্চায়েত কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় পোষণ অভিযানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এল পি জি সংযোগ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করে বিধায়ক রঞ্জিত দাস অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে সময়ে খোলা এবং সন্তানের মত শিশুদের যত্ন সহকারে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন অমরপুর বিএসি'র চেয়ারম্যান সঞ্জয় জমাতিয়া, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন তরুণ চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অমরপুর সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সিডিপিও অন্তাজয় উচই। তিনি জানান, চলতি অর্থবর্ষে অমরপুর মহকুমার ১১৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হবে। এরমধ্যে প্রথম পর্যায়ে অম্পি ব্লকে ১১টি, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ২১টি ও অমরপুর ব্লকে ৭৬টি অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্রে এল পি জি সংযোগ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, মহকুমায় ৪০৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন মন্টি দেবনাথ রুদ্রপাল। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য কর্মীদের হাতে এলপিজি গ্যাস সিলিণ্ডার তুলে দেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের মহান সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সংবিধানের প্রতি অনুগত থেকে প্রত্যেক নাগরিকদেরই উচিত উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশ আজ সার্বিক অর্থেই বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার আহ্বানের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে আমাদের দেশ। এই ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে মহান প্রজাতন্ত্র দিবসে আমাদেরও শপথ হোক রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন আমি তাঁদের প্রতি বিনম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।'

২৩ জানুয়ারি কৈলাসহরে শুরু হচ্ছে পুষ্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ২৩ জানুয়ারি ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে শুরু হবে তিন দিনব্যাপী জেলাভিত্তিক পুষ্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। ঊনকোটি জেলা উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়, কৈলাসহর পুর পরিষদ ও আত্মা প্রকল্পের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি বিকেলে জেলাভিত্তিক পুষ্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক ভগবান দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, বিধায়ক মবস্বর আলি ও ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জেলাশাসক তাপস রায়, জেলা পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ, কৃষি উপঅধিকর্তা রতীশ মালাকার ও মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান নারান সিংহ।

হলদিছড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন পূর্ব আন্দারছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে হলদিছড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২০ জানুয়ারি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২২ জন রোগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এই শিবিরে মায়ের দুধের উপকারিতা, নিয়মিত টিকাকরণ, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ, আশা ফেসিলিটেটর এবং আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নির্বাচনের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে অনলাইন ইলেকশন ক্যুইজ পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে একটি অনলাইন ইলেকশন ক্যুইজ পোর্টাল চালু করেছে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়। গত ১৯ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারি জেনারেল উমেশ সিনহা এবং অন্যান্য সিইও-র উপস্থিতিতে এই পোর্টালটি চালু করা হয়। এই উদ্যোগ সিস্টেমেটিক ভোটার এডুকেশন এবং ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন (এসভিইইপি)-র অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর উদ্দেশ্য হলো ভোটার তালিকায় নাম তোলা, ভোট দেওয়া, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করা, শিক্ষিত করা এবং অনুপ্রাণিত করা।

ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক প্রেস রিলিজে এই তথ্যগুলি দিয়ে জানানো হয়েছে, ক্যুইজ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিষয়ে সব অংশের মানুষের কাছে মজার শিক্ষা পদ্ধতি। সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী এই অনলাইন ক্যইজে অংশ নিতে পারবেন। ক্যুইজে শুধু নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা ভোটার তালিকার বিষয়েই নয়, কিছু সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নও থাকবে। এই ক্যুইজ বিএও, বিএলও সুপারভাইজার, এইআরও-দের জন্যও উন্মুক্ত। পর্যায়ক্রমে তা আলাদা একটি পোর্টালের মাধ্যমে অন্য ক্যাটাগরির জন্যও সম্পসারণ করা হবে।

ক্যুইজে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও পর্যায়ে বিজয়ীগণকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয়। তাই বর্তমান ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ২৩ জানুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকবে। আগ্রহীদের অনুরোধ করা হয়েছে এই লিংকে গিয়ে অনলাইন ইলেকশন ক্যইজে অংশ নিতে। এই ক্যইজ প্রতিযোগিতা সারা বছর খোলা রাখার জন্যও প্রস্তাব রয়েছে।

আমবাসায় সামাজিক অধিকারিতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। আমবাসা পিআরটিআই হলে আজ সামাজিক অধিকারিতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। শিবিরের উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সহযোগিতায় এলিমকো ত্রিপুরা শাখা, ধলাই জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এই সামাজিক অধিকারিতা শিবিরে দিব্যাঙ্গজনদের চলন সামগ্রী দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক গোবেকর ময়ূর রতিলাল, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক উত্তম কুমার দাস ও এলিমকোর গুয়াহাটির আঞ্চলিক আধিকারিক স'ীব কুমার হাজারি।

শিবিরে সভাপতিত্ব করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। দিব্যাঙ্গজনরা অসহায় নন। তারা বিশেষভাবে সক্ষম। তিনি বলেন, রাজ্যে দিব্যাঙ্গজনদের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি

সাংবাদিকদের জন্য আরও ৩টি নতুন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্যের সাংবাদিকদের জন্য আরও ৩টি নতুন প্রকল্প রাজ্য সরকার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন এই সব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছিল। এই সব প্রকল্পগুলো হল ত্রিপুরা জার্নালিস্টস স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প, ত্রিপুরা জার্ন্যালিস্টস পরিবার সুরক্ষা পেনশন স্কিম, ত্রিপুরা জার্নালিস্টস সম্মান পেনশন স্কিম। এই সব প্রকল্পগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানানো হয়েছে। অবিলম্বে সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের জন্য এইসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। উক্ত বিষয় আজ এক প্রেস বিবৃতিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার জানিয়েছেন।

বিশ্রামগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ এনএসএস-র উদ্যোগে সম্পতি বিশ্রামগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৭ জন রক্তদান করেন। শিবিরে রক্তদান নিয়ে আলোচনা করেন ডাঃ সনৎ দেববর্মা। তিনি জানান, ১৮ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত সমস্ত সুস্থ মানুষের শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত রক্ত থাকে। রক্তদানে আমাদের দেহের কোনও ক্ষতি হয় না বরং উদ্বৃত্ত রক্ত একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শরীরেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই সুস্থ মানুষ তিন মাস অন্তর অন্তর রক্তদান করতে পারেন। তিনি সকল ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পুর নির্বাচন খোয়াইয়ে সর্বদলীয় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসকের কার্যালয়ে আজ পুর নির্বাচন উপলক্ষে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসকের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত। সভায় তিনি জানান, পুর নির্বাচন বিধি অনুযায়ী খসড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উপর দাবি ও আপত্তি জানানো গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত খসড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উপর দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দাবি ও আপত্তির নিপত্তি হবে আগামী ২৮ জানুয়ারি। চূড়ান্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ৩০ জানুয়ারি। সভায় এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। সভায় ভারতীয় জনতা পার্টি, সিপিআই(এম), আইপিএফটি দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও সভায় জেলা নির্বাচন আধিকারিক কার্যালয়ের এইও শক্তি দেববর্মা ও সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শঙ্কর নারায়ণ দাস উপস্থিত ছিলেন।

করবুকে ককবরক দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। করবুক মহকুমা জনজাতি কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ১৯ জানুয়ারি করবুক মহকুমা ভিত্তিক ৪৩তম ককবরক দিবস উদযাপন করা হয়। করবুক মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে বিধায়ক শ্রী ত্রিপুরা ককবরক ভাষার বিকাশ ও তার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপাল দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গারাম রিয়াং। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজ রিয়াং, মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক পরিতোষ দেববর্মা, করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক কার্তিক দেববর্মা, সমাজসেবী অতীন্দ্র রিয়াং, বিজয় জমাতিয়া, কমল দেওয়ান, সুশীল রিয়াং প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অসীম ত্রিপুরা। সংগীত পরিবেশন করেন দক্ষিণ করবুক লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

অমরপুরে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। যথাযোগ্য মর্যাদায় অমরপুর মহকুমায় আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হবে। সম্পতি বিধায়ক রঞ্জিত দাসের সভাপতিত্বে অমরপুর ডাক বাংলোতে মহকুমায় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। ২৩ জানুয়ারি নেতাজী কর্ণারে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। ২৪ জানুয়ারি অমরপুর নতুন টাউন হল প্রাঙ্গণে শুরু হবে ৩ দিনব্যাপী পুষ্প প্রদর্শনী। ২৬ জানুয়ারি প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে শুরু হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৭টায় সকল সরকারি অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৯টায় চণ্ডীবাড়ি মাঠে আয়োজিত হবে মহকুমার মূল অনুষ্ঠান। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। দুপুর ২টায় এই মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যায় নতুন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শান্তিরবাজারে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসন, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যালয়, বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গতকাল শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বকাফা বিএসি'র চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্কর রিয়াং। শ্রী রিয়াং তার আলোচনায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা প্রাপ্তি এবং ত্রিপুরার রাজন্য আমলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামলাল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন শান্তিরবাজার মহকুমার বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলালচন্দ্র বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যব্রত সাহা, সুমন দেবনাথ। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ দাস। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ।

মান্দাইয়ে ককবরক দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় ১৯ জানুয়ারি মান্দাইয়ের গৌরমনি স্টেডিয়ামে মহকুমা ভিত্তিক ককবরক দিবস উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আন্তঃ আবাসিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মা। ককবরক দিবসের উদ্বোধন করে বিধায়ক শ্রী দেববর্মা বলেন, ককবরক ভাষাকে আরও বিকশিত করার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মান্দাই ব্লকের বিডিও এন এস চাকমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর মুনমুন দেববর্মা, সমাজসেবী অজিৎ দেববর্মা, সুকুমার দেববর্মা এবং জিতেন দেববর্মা। বিদ্যালয়ের সঙ্গীত পরিবেশন করে মানটি রেসিডেনশিয়াল গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা সহ বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীগণ। আন্তঃ হোস্টেল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল এবং হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ললিত কুমার দেববর্মা। ককবরক দিবস উপলক্ষে এদিন সকালে মান্দাই ব্লকে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মা, মান্দাই ব্লকের বিডিও এন এস চাকমা সহ অন্যান্য অতিথিগণ অংশ নেন।

খোয়াই জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খোয়াই পুরাতন টাউন হলে আজ জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহসভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই-র মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা গৌতম দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তুলাশিখর ব্লক এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা বলেন, কোন জাতির সংস্ক'তি যত চর্চা হবে ততটা ঐ জাতির পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে। আজ সেই লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার রাজ্যের সকল জনগোষ্ঠির ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকার জনজাতিদের চিরাচরিত ঐতিহ্য রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের এই লক্ষ্য পূরণে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় খোয়াই মহকুমার ত্রিপ্রাসা হুকুমু বদলের মসক সুরমানি লোকনৃত্য প্রথম স্থান এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমার আদন্যপাড়ায় মামিতা লোকনৃত্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

ধনীরামপুর এডিসি ভিলেজে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বক্সনগর ব্লকের ধনীরামপুর এডিসি ভিলেজে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, সোনামুড়ার মহকুমা শাসক সুব্রত মজমদার, বক্সনগরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ধৃতি শেখর রায়, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ ধনীরামপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণ, রেগার মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, পুকুর খনন, জমিসমতলকরণ এবং মৎস্যচাষ প্রভ'তি বিষয়ে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হন। প্রশাসনিক শিবিরে ২০টি পি আর টি সি, ৬টি বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট, ১৮টি এস টি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ৪০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ঔষধ দেওয়া হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ৪০টি পশুর চিকিৎসা করে ঔষধ দেওয়া হয়।

কিনামোহনপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন নবীনছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে কিনামোহনপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২০ জানুয়ারি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ১৫ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে রোগ প্রতিরোধ, গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ ও পরিবার পরিকল্পনার সুফল গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীগণ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

করবুকে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় গতকাল করবুক মহকুমা ভিত্তিক পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বি আর সি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা। উদ্বোধন করে বিধায়ক শ্রী ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের তাৎপর্য এবং ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হওয়ার ইতিহাস তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক এল ডার্লং উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের আগামীদিনে সমাজের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। এছাড়াও আলোচনা করেন করবুক ব্লকের বিডিও ডেভিড এল হালাম, বিদ্যালয় পরিদর্শক বিক্রম কিশোর জমাতিয়া প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন দক্ষিণ করবুক লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে অতিথিগণ পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক কার্তিক দেববর্মা।

কুমারঘাটে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। কুমারঘাট মহকুমায় গতকাল উদযাপিত হয়েছে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস। মনসা মিলনায়তনে এ দিন বিকেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফলে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। একাজে তিনি সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। আলোচনাক্রমে মুখ্য আলোচক তথা শিক্ষক রবীন্দ্র সিনহা রাজতন্ত্র থেকে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের দীর্ঘ যাত্রাপথের বিস্তৃত ইতিহাস তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী অনিমেষ সিনহা। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পুর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, সমাজসেবী পবিত্র দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত হয় ত্রিপুরা সম্পর্কিত বিষয়ে ওপেন ক্যইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে সকালে ফটিকরায়ের শক্তি সংঘ থেকে পাবিয়াছড়া বাজারের ভগৎ সিং চৌমুহনী পর্যন্ত আয়োজিত হয় প্রীতি বাইসাইকেল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন বিধায়ক সুধাংশু দাস। পরে ভগৎ সিং চৌমুহনীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ভগবান দাস ও মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী। সভাপতি ছিলেন সমাজসেবী পবিত্র দেবনাথ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।